উর্ব্বশীর শাপবিমোচন

কাব্য।

জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।

মহাভারত।

শ্রীনৃত্যলাললাহাপ্রণীত।

শ্রীক্ষেত্রমোহনমুখোপাধ্যায়সংশোধিত

কলিকাতা।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ ৫৬ সংখ্যক ভবনস্থ

সরস্বতীযন্ত্রে

মুদ্রিত।

১২৯৩ সাল।

প্রকাশক—শ্রীনৃত্যলাল লাহা
কলিকাতা, পঞ্চাননতলা লেন ৭৪ নং।

প্রিণ্টার—শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ৫৬ নং।

উৎসর্গ।

পূজনীয়া স্নেহময়ী জননী আমার
শতকোটী প্রণিপাত ও পদসরোজে।
আশিষ দেবি! পূর্ণ যেন হয় মানস
দীনের। কত যে সহেছ কষ্ট পালিতে
দাসেরে, না পারি বর্ণিতে তাহা; বর্ণনা
না পারে শতবর্ষে বর্ণিবারে তোমার
মহিমা; অজ্ঞ এ দাস কেমনে বর্ণিবে?
তোমার ঋণের মাতঃ! নাহি পরিশোধ।
ইন্দ্র, চন্দ্র, অরুণ, বরুণ, ধনপতি,
কৃত্তিবাস, শ্রীনিবাস, পার্ব্বতী, কমলা
সহায় হইলে তবু না পারি শুধিতে
একবিন্দু দুগ্ধধার সুধার আধার।
কৃপাময়ি! ইচ্ছে দীন ও করকমলে
সঁপে তার উর্ব্বশীরে (যতনের ধন);
রেখ মা! যতনে তারে, এই ভিক্ষা চাই।
মনঃপদ্মে পাদপদ্ম করিয়া অর্চ্চন
উৎসর্গ করিল দাস লহ গো সস্নেহে
আমার যত্নের ধন উর্ব্বশী সুন্দরী॥

শ্রীনৃত্যলাল লাহা।

উর্ব্বশীর শাপবিমোচন কাব্য

প্রথম সর্গ

নমে, মাতঃ বীণাপাণি বিশ্ব-বেদাঙ্গিনী
তব পদাম্বুজে দাস; দেহ পদ-তরি
বিতরিয়া কৃপাকণা দীন হীন জনে।
তরিব রসের নব-সিন্ধু অবহেলে
তুলিতে কুসুম-রাজী প্রকৃতি-উদ্যানে;
রচিব কাব্যের মালা, কাব্যপ্রিয় যাহে,
লইবে সৌরভ হর্ষে হৃদয়ে ধরিয়া
নিরবধি। ভক্তের মানস দেবি পুর
গো ভারতী, এ মিনতি ও পদ-সরোজে।
না জানি সাধন. মাতঃ, যে সাধনগুণে
কালিদাস, কৃত্তিবাস বাল্মীকাদি কবি
সুকুসুমে পাদপদ্ম করিয়া অর্চ্চন
রেখেছে অজেয় কীর্ত্তি দুর্ল্লভ জগতে;
কিংবা ইন্দ্রজাল, যে মায়াতে গ্রীক কবি
কুহুকের প্রায়, গাইয়া বিনোদ গান
সুন্দর বীণাতে মোহিত পর্ব্বত বৃক্ষ,

পশু পক্ষী নরে। তব পাদপদ্ম বিনা
কহ গো ভারতী কি আছে সম্বল মোর।
দীনের ভরশা মাতঃ কৃপাসিন্ধু তুমি
তেঁই গো ভরশা মম লেখনী-ধারণে॥

উর মাতঃ হৃষীকেশ-হৃদয় হইতে
বিরাজিতে এ দাসের রসনা উপরে।
রসনার রসাধার রূপেতে রঙ্গিণী
পাণ্ডবের গুণ গান গাও মা স্বতানে,
মধুর নিক্কণে যথা জরাসন্ধ-অরি
ব্রজাঙ্গনা গুণ গান গাইত বাঁশিতে
ভুলাইতে মধুস্বরে রাধা বিনোদিনী।
গাও মাতঃ বীণাপাণি! কি হেতু পাণ্ডব
অমূল্য প্রণয় ত্যজি, কুরুবল লয়ে
সাজিলা দুর্ম্মদ রণে কৃষ্ণের বিপক্ষে।
রক্ষিতে ক্ষত্রীয়-গর্ব্ব দানিল আশ্রয়
দণ্ডিরাজে ভীমসেন পূর্ণ-রুদ্র-তেজে
মরিতে কি কৃষ্ণকরে পতঙ্গের মত?
ভবের মায়া কে বুঝে ভারতি! ভক্তের
ভরশা চিরানন্দ দৈবকেয়, ভক্তের
অধীন, তেঁই কি দুর্ব্বার রণ সৃজিল
মাধব, পাণ্ডবের কীর্ত্তি-বৃক্ষ রোপিতে
জগতে! দৈবলীলা কে বুঝে এ ভবে॥

তুরঙ্গিণী লয়ে দণ্ডী মহাকুতূহলে
ফিরিলা অবন্তীধাম। রচিয়া অপূর্ব্ব
হর্ম্ম্য দণ্ডী দণ্ডেশ্বর রাখিলা গোপনে
হর্ষে তুরঙ্গিণী-ধনে; দরিদ্র যেমতি
তস্কর তরাশে রাখে অতি সংগোপনে
বসুধার গর্ভমাঝে মহামূল্য ধনে।
গাও গো কল্পনে দেবি! কোন যোগবলে
এ হেন অমূল্য নিধি পাইল নৃপতি
দিবসে অশ্বিনী আর নিশিতে রমণী
অপ্সরা উর্ব্বশী যেবা বৈজয়ন্ত-ধামে।
অটল যৌবন যার ত্রিদশ-আলয়ে
মোহিতে দেবতাকুল রূপের ছটায়॥

অস্ত গেলা পদ্মকান্ত, হেরি রজনীরে
উদিল রজনীকান্ত ঈষৎ হাসিয়া
ভাঙ্গিতে প্রেয়সীমান ছত্র-চক্র সহ
উজলিয়া দশ দিক। বাড়িল মানিনী-
মান প্রাণকান্তে হেরি, বৃকভানু সুতা
যথা গোবিন্দ-সমীপে। রসের সাগর
ইন্দু রসিক-প্রবর ভাঙ্গিল প্রেয়সী-
মান সুধা-বরিষণে। হাসি কুমুদিনী
আলিঙ্গিলা প্রাণনাথে সোহাগে গলিয়া।
তুরঙ্গিণী-মূর্ত্তি ত্যজি সহসা উর্ব্বশী
বসিল নরেশ-পাশে বিমোহিনী-রূপে।

কোটী নিশাকর জিনি উর্ব্বশী সুন্দরী
অপ্সরা-কুলের গর্ব্ব; শোভিল সুন্দর
দণ্ডী সহ কুতূহলে বসি একাসনে
যথা পুলোমজা শোভে সহস্রাক্ষ সাথে
অপূর্ব্ব খচিত চারু সিংহাসনোপরে,
কিংবা যথা শিখর-বাসিনী সতী সদা
নিবসে শিখরে সুখে সিতিকণ্ঠ সহ।

কত ক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা দণ্ডীরে
শরদিন্দু-নিভাননা। "ত্যজ নরপতি
মোরে, বৃথা কেন দহিবে বিচ্ছেদে।
দুর্ব্বাসা ঋষির অভিশাপ যেপ্রকার
বিবরিয়া সব আমি বলেছি তোমারে
নর-রায়, তবে কেন বৃথা এ বাসনা।
ক্ষণিক সুখের তরে ডুবিবে বিচ্ছেদে
অলঙ্ঘ্য অম্বুধি যেবা বিস্তৃত এ পথে।
কিন্তু ভেবে দেখ নরনাথ! কি হইবে
তবে, যবে এ বারতা হইবে প্রকাশ
দিবসে তুরগী আর নিশিতে রমণী
পেয়েছে অবন্তীশ্বর মৃগয়া-কাননে;
আসিবে অসংখ্য নৃপ ত্বিষাম্পতি সম

পুলোমজা—পুলোমনন্দিনী, শচী।
সিতিকণ্ঠ—মহাদেব।
ত্বিষাম্পতি—সূর্য্য।

তেজে, পর্ব্বত-নিঃসৃত জল-প্রপাতের
মত, যুঝিবে তোমার সাথে মহাহবে।
নিশ্চয় আমার লাগি হইবে অত্যয়
নরপতি ; ত্যজ মোরে মঙ্গল-কারণে।
বিচ্ছেদ, প্রণয় প্রান্তে অলক্ষিত ভাবে
লুক্কাইত আছে, ভয় নাহি কি তাহারে ?
বুঝিয়া করহ যুক্তি অজ্ঞ নহে তুমি ॥

নীরবিলা বিধুমুখী ঈষৎ হাসিয়া।
মজিল নৃপতি-মন সে হাস্য নেহারি
দামিনী কটাক্ষে যথা চাহি দেবরাজে
কাদম্বিনী-আড়ে থাকি ক্ষণেক হাসিয়া
মোহিল ত্রিদশনাথে হাসির ছটায়।
হায় রে অতনু কিবা মোহিনী শকতি
ধরে তব ফুলশর, যাহার সন্ধানে
ভাঙ্গিল যোগেন্দ্র-যোগ যোগাসন হতে,
কেমনে সহিবে বল এ দুর্জ্জয় বাণ
নর-কুলোদ্ভব মরি দণ্ডী নরপতি ॥

উত্তরিল নরপতি, "শুন সুধামুখি !
কেমনে ত্যজিব আমি তোমা হেন ধনে

মহাহবে—মহাযুদ্ধে। অত্যয়—ধ্বংস।
কাদম্বিনী—মেঘ। অতনু—কামদেব।
যোগেন্দ্র—মহাদেব।

পৌলস্ত্য-নন্দন বীর অসুরারি-রিপু
রাবণ, দেখ মীনকেতু-শরে হরিল
রামের সীতা পঞ্চবটীবনে, কর্রিল
অদ্ভুত যুদ্ধ দাশরথি সহ, মজিল
কনক-লঙ্কা, মরিল আপনি, তথাপি
ছাড়িতে নাহি পারিলা সীতারে রাজন।
দীন যদি পায় রত্ন কভু দৈব-বলে
রাখে কি ফেলিয়া তারে চরণে দলিয়া ?
হৃদয়-প্রতিমা প্রিয়ে তুমিহে আমার
রাখিব স্ব-অঙ্গে তোরে একাঙ্গ করিয়া
সদা, যথা বিরূপাক্ষ মিশাইল স্বীয়
অঙ্গে শৈল-বালিকারে, পাছে পূর্ব্ব মত
বিরহে তাপিত করে দাক্ষায়ণী যথা।
সুমেরু তুলিব হস্তে, সহিব অক্লেশে
ইন্দ্রের অশনি বক্ষে কিংবা সুদর্শনে,
তথাপি নারিব আমি ত্যজিতে তোমারে
সুলোচনে ! এ প্রতিজ্ঞা জানিহ আমার।
এইরূপ বাক-ছাঁদে দণ্ডী নরপতি
মোহিল উর্ব্বশী-মন অমৃত-বর্ষণে—
প্রেমপূর্ণ স্বরে যথা গোকুলে বাঁশরি
বর্ষিলা অমৃত-রাশি ব্রজাঙ্গনা-কানে।
অবন্তী ঈশ্বর নব প্রণয়িনী সনে

পুলস্ত—মুনিবিশেষ, রাবণের পিতা ভূরিশ্রবা
মীনকেতু—কামদেব। অশনি—বজ্র।

চৈত্ররথে যক্ষরাজ বিহরে যেমতি
বিহরে নিকুঞ্জে কভু, কভু হর্ম্ম্যোপরে।
মজিল রূপসী-মন, পয়োনিধি সম
উথলিল প্রেম-সীন্ধু মলয়-প্রবাহে।
উর্ব্বশী স্বর্গীয় নানা রসেতে পূরিত
নিত্য নব সুখ ভুঞ্জে রাজার সংহতি ॥

ত্রিদশ-আলয়ে যথা ত্রিদশের পতি
কনক-আসনে বসি, হায় রে সেখানে
পশিল শশাঙ্ক-প্রিয়া সশঙ্ক অন্তরে।
হেরি সন্ধ্যা-সমাগম হর্ষে বন্দিগণ
নিনাদি গভীর কম্বু (অম্বুরব সম)
জানাইল দেবরাজে সন্ধ্যা-আগমন ॥

প্রমোদ-উদ্যানে যথা সখীদল সহ
তুলিয়া কুসুমরাজি পুলোমা নন্দিনী
প্রমদা, গাঁথিছে মনোহর হার হর্ষে;
পশিল মরুৎ-বাহী, হায়রে সে স্থলে
সহাস্যে, সুধাংশু যথা নলিনীর গেহে।
চাহিয়া ইন্দ্রের পানে সুচারুনয়নী—

চৈত্ররথ—কুবেরের প্রমোদ উদ্যান।
পয়োনিধি—সমুদ্র। শশাঙ্কপ্রিয়া—সন্ধ্যা।
কম্বু—শঙ্খ। পুলোমনন্দিনী প্রমদা—সচী।
মরুৎবাহী—ইন্দ্র। সুধাংশু—চন্দ্র।

(চঞ্চলা চপলা কিংবা রত্ননিধি সম
চারুনেত্র, সম্মোহন শর পূর্ণ তাহা)
পুছিলা পুলোমাত্মজা পূতক্রতু বীরে।
"কি কারণ প্রাণকান্ত নর্ত্তকী নর্ত্তকে
না কর আদেশ দেব পশিতে উদ্যানে;
অপেক্ষিছে দেখ তারা কানন-দুয়ারে।"
হাসি আদেশিলা মেঘবাহন; আইল
হাস্যাধরে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী
যন্ত্রিদল যন্ত্র লয়ে চিত্রলেখা সহ।
হেরি পয়োনিধি যথা কলাপি সুন্দরী
ইন্দ্রধনু-সম-জ্যোতি পুচ্ছপুঞ্জ মেলি
থমকে থমকে নাচে, হায়রে তেমতি
রম্ভা তিলোত্তমা চারুনেত্রা সুহাসিনী
রঙ্গে ভঙ্গে সখী সঙ্গে নমিলা দেবেশে।
আদেশিলা দেবরাজ গীত আরম্ভিতে।
গায়িল গায়িকাকুল নাচিল নর্ত্তকী;
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী সপ্তস্বরে
পূরিল অমরপুর, হায়রে তা সহ
শিঞ্জিল শিঞ্জিনী হর্ষে রুণু রুণু রোলে

রত্ননিধি সম চারু নেত্র ইত্যাদি। খঞ্জন পক্ষী যেরূপ চঞ্চল ও সুন্দর সেইরূপ ইন্দ্রাণীর নয়ন চঞ্চল ও তৃপ্তিকর এবং অনঙ্গ তাহাতে সতত বিরাজিত॥ পূতক্রতু—ইন্দ্র।

পয়োনিধি—মেঘ। কলাপি-সুন্দরী—ময়ূরী।

শিঞ্জিনী—অলঙ্কারবিশেষ। শিঞ্জিল—বাজিল।

হেন কালে সভামাঝে দেবর্ষি নারদ
উত্তরিল, হাসি হাসি অমনি সাদরে
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল দিব্য সিংহাসন
দেবেন্দ্র, বসিলা মুনি ঈষৎ হাসিয়া ॥

কতক্ষণে নৃত্য গীত হেরি তপোধন
জিজ্ঞাসিলা দেবরাজে "কেন সুরমণি !
গন্ধর্ব্ব-কুলের মনোরমা উর্ব্বশীরে
না হেরি নর্ত্তকী-মাঝে ? যার রূপানল
দহিত দেবতা-অঙ্গ অনঙ্গ-দহনে ।"
উত্তরিলা মৃদুস্বরে দম্ভোলি-নিঃক্ষেপী ।
"হায়রে অমরাপুরী অন্ধকার এবে
বিনা সে কুসুমরত্ন নর্ত্তকী-প্রধানা ।
দুর্ব্বাসা ঋষির শাপ কালান্তক সম,
এখনও কাঁপে অঙ্গ স্মরিলে সে কথা ;
অবিদিত কিবা দেব ! আছে তব পাশে ।
তবে যদি অনুকম্পা করি দীন হীনে
করহ উদ্ধার তার, তা হলে উর্ব্বশী
তোমার প্রসাদে আসে বৈজয়ন্ত-ধামে ॥"

হেরিয়া রজনী-শেষ উষা বিষাদিনী
আবরণ মুক্ত করি ঈষৎ হাসিলা ।
নিশা অবসান দেখি দেবতা-নিচয়

দম্ভোলি-নিঃক্ষেপী—ইন্দ্র ।
অনুকম্পা—দয়া । বৈজয়ন্ত—স্বর্গ । আবরণ—ঘোমটা ।

ভাঙ্গিল সঙ্গীত-সভা ; সঙ্গিদল সহ
নীরবে নর্ত্তকী-বৃন্দ বিদায় হইলা।
পশিলা বিরাম-গৃহে বিরাম দায়িনী।
বঙ্কিম রঞ্জিত রাগে দেব বিরোচন
উদিল রজনী-শেষে নীলাম্বর-মাঝে
আহ্লাদে ঈষৎ হাসি সরোজে সম্ভাষি।
পলাইলা উষা দূরে, আইল ধাইয়া
মধুলোভে মধুকর কমলিনী পাশে
গুণ গুণ স্বরে গায়ি প্রণয়-সঙ্গীত।
রুষিল কৌমার রবি নেহারি নয়নে,
ভবিষ্যত প্রেম-আশা ভাবিয়া অন্তরে
ভঙ্গ দিল ভৃঙ্গরাজ নীরব হইয়া,
সসস্ত্র-ভাস্কর-মূর্ত্তি দরশন করি।
নিত্য কর্ম্ম করিবারে মানব-নিকর
চলিল ভৃঙ্গার হস্তে জাহ্নবীর তীরে
স্মরি শৈল-সুতা। কিন্তু হায়! হে মহর্ষি
সুধা-মাখা হেন নাম ত্যজিয়া প্রত্যুষে
কেমনে চলিলে বল দ্বারকা-নগরে
বীণা-যন্ত্র বাজাইয়া দ্বন্দ্ব বাঁধাইতে।
সূর্য্যেন্দু-সঙ্গমে তুষ্ট তস্কর যেমতি
তুমি কি তেমতি তুষ্ট কলহ সৃজিতে?

বিরাম-দায়িনী—নিদ্রা। বিরোচন—সূর্য্য।

সূর্য্যেন্দু-সঙ্গমে ইত্যাদি। অমাবস্যা পাইলে চোরেরা যেমন সন্তুষ্ট হয়, তুমি কি সেইরূপ কলহ পাইলে তুষ্ট হও?

বসিয়া রুক্মিণী সনে রুক্মিণী-রমণ
রজত-আসনোপরি, হেন কালে তথা
উত্তরিলা ঋষি-শ্রেষ্ঠ বীণা বাজাইয়া।
সসম্ভ্রমে পাদ্য অর্ঘ্য-দানিয়া শ্রীপতি
পুছিল মধুর বাক্যে কুশল-বারতা।
তুষিয়া মধুর বাক্যে মাধবের মন
হাসিয়া চতুর-শ্রেষ্ঠ আরম্ভিল তবে।
"কেমনে কহিব দেব! কেমনে হে আমি
বর্ণিবি দারুণ কথা দ্বন্দ্ব বাঁধাইতে,
একেত সম্বোধে লোকে কোন্দলিয়া বলে
অহর্নিশ তাই দেব! ভয় বাসি মনে"।
অপূর্ব্ব সুন্দর প্রসূ মৃগয়া-কাননে
পেয়েছে অবন্তী-রাজ। দিবা-অবসানে
অশ্বিনী মুরতি ত্যজি জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে
অবন্তী-ঈশ্বরে তোষে বিশ্ব-বিমোহিনী।
দেখেছি সুন্দরী কত ত্রিদশ-আলয়ে
তুলনায় তুল্য নহে সে রূপের কাছে।
চিক্কণ চিকুর-দাম মরি কি মাধুরী,
হেলিছে দুলিছে পৃষ্ঠে, তাহারে হেরিয়া
লজ্জিত হইয়া যেন তটিনীর তটে
রোদিতেছে তালবৃন্ত সন্ সন্ স্বনে।
তাহারে যদ্যপি দেব! যুগল নয়নে
হের এক বার, সত্যভামা রাধিকার

প্রসূ—ঘোটকী।

রূপের গরিমা কি ছার তাহার কাছে
বুঝিবে আপনি ; ধন্যাদৃষ্ট অবন্তীর,
বাগনে হায়রে চন্দ্র পায় অবহেলে
হাতে। না পারি সহিতে হেন বিড়ম্বনা
ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র চণ্ডালে পিঁধিলে
শোভে কি ব্রাহ্মণ সম কি দারুণ বিধি।
এ নারী তোমার শোভে হে যাদবপতি !
বুঝিয়া করহ যুক্তি যাহা লয় মনে।
অতুল বৈভব দেব ! তব রাজ-পুরে,
কিন্তু হেন রত্ন কেন নাহি রাখ গৃহে ?
নীরবিয়া ঋষি-শ্রেষ্ঠ মাগিয়া মেলানী
ছাড়িল দ্বারকাপুরী মানস পূরিয়া ॥

শুনিয়া মুনির মুখে এসব ভারতী
পুত্রের অব্যর্থ শর স্মরিয়া অন্তরে
অস্থির কমলাকান্ত তুরগী হেরিতে।
ডাকাইয়া দারুকেরে দেবকী-নন্দন
কহিলা সুস্বরে "যাও হে সূত-প্রবর !
অবন্তী-নগরে দণ্ডি-পাশে অবিলম্বে,
বল তারে মম বার্ত্তা। মৃগয়া-কাননে
যে অশ্বিনী পেয়েছে ভূপতি হেরিতে

পুত্রের অব্যর্থ শর ইত্যাদি। কামশর, মহাদেবের কোপে কাম ভস্ম হইয়া রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

সূতপ্রবর—সারথিশ্রেষ্ঠ।

বাসনা তারে, কহিবা তাহারে তুমি
যেন ত্বরা করি, আইসে তুরগী লয়ে
দ্বারকানগরে। অন্যথা করিলে ইথে
কহিবে তাহারে তুমি আমার আদেশে
সাজিতে যুদ্ধের সাজে যুঝিতে আহবে।
আনিব অশ্বিনী আমি সমরে জিনিয়া,
দেখিব কি বলে বলী নিবারে আমারে।
নারিবে আমার গতি রোধিতে দুর্ম্মতি
ত্রৈলোক্যের চতুরঙ্গ সহায় করিলে।
বালুকা-আলি কি রোধে স্রোতস্বতী-গতি ?

প্রণমিয়া যদুশ্রেষ্ঠে আরোহি স্যন্দনে
চলিল সন্দেশ-বাহী, হ্রেষিল বড়বা
রোষে প্রাজন-প্রহারে। উড়িল অম্বরে
রথ ঘর্ঘরিল চক্র, ভীষণ নিনাদ ছাড়ি
খগরাজ যথা বিস্তারি বিসম পক্ষ
উড়ে নভস্তলে। চলিল পবন-ভরে
ব্যোম-যান বেগে, হেরিয়া হরষ-চিতে
ফিরলা শ্রীপতি মরি রুক্মিণীর ধামে॥

যথায় সুবর্ণাসনে অবন্তী-ঈশ্বর
বিরাজে বিচার-গৃহে সভাসদ সনে

স্যন্দন—রথ। বড়বা—ঘোটকী। প্রাজন—চাবুক। অম্বর—শূন্য। নভস্তল—আকাশ। ব্যোমযান—রথ।

প্রবেশিল বন্দী সহ কৃষ্ণ-বার্ত্তাবহ।
প্রণমিয়া নরবরে দূত-ব্যবহারে
আরম্ভিল বার্ত্তাবহ আগমন-হেতু।
অপূর্ব্ব বাজিনী এক বাতায়ু-কাননে
পেয়েছ হে নররাজ! চক্রপাণি তাহা
মাগেন তোমার ঠাঁই দেহ পাঠাইয়া॥

মধুর বচনে ভূপ কহিল হাসিয়া,
"কি আশ্চর্য্য দূতবর! শুনিনু শ্রবণে,
কে বলে অরণ্যে প্রসূ পাইয়াছি আমি?
এসব বারতা কোথা শুনিল কেশব?
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর যিনি জগত-কারণ
তত্ত্বময়, ধন জন যাহার প্রসাদে;
কি ছার তুরগী তাঁর শ্রীপদের কাছে?
থাকিত যদ্যপি ইহা মম সন্নিধানে
দিতাম এখনি আমি হরিষ অন্তরে॥

উত্তরিলা গুহপতি কেন নৃপমণি
কপটে ভুলাতে চাহ কৃষ্ণের কিঙ্করে?
প্রমত্তা প্রমথী এক মৃগয়া-কাননে
লভিয়াছ নরপতি! বর্ণিলা দেবর্ষি;
তাই কৃষ্ণ গুণমণি প্রেরিলা আমারে।

বাজিনী—অশ্বিনী। বাতায়ু—মৃগ।
গুহ-পতি—দূত। প্রমথী—ঘোটকী।

আদেশিলা গোপীকান্ত লইতে তোমারে
ত্বরায় তুরগী সহ দ্বারকা-নগরে।
জাননা কি মহারাজ! মাধব-মাহাত্ম্য?
রুষিলে পুণ্ডরীকাক্ষ হায়রে কেমনে
রক্ষিবে রাজত্ব, ধন, আর তুরঙ্গিণী।
ধর বাক্য নরপতি রাখ কৃষ্ণমান
জীবিতে বাসনা যদি কর ভবতলে।
বেশি কি বুঝাব আমি অজ্ঞ নহ তুমি।
নীরবিল দূতশ্রেষ্ঠ, রুষিল নৃপতি
আরক্তিম চক্ষে চাহি কহিলা তাহারে,
"যাও দূত! দ্বারকায় কৃষ্ণের সমীপে,
মম দূত হয়ে পুনঃ কহিবে তাহারে;
অন্যায় বিচার কিংবা পরদার, চুরি
অথবা প্রজার কষ্ট নাহি মম পুরে;
বৃথা কেন কোপ তবে করেন মুরারি?
নহি দোষী কোন দোষে কেন ডরাইব
দুষ্টের দমনকারি দৈবকী-নন্দনে?
ত্যজিব রাজত্ব, ধন, ছাড়িব সংসার,
ছার তুচ্ছ সিংহাসন, ছার সুত দারা,
তথাপি নারিব দিতে তুরঙ্গিণী ধনে।

পুনঃ আরম্ভিল দূত মৃদু মধুস্বরে
"হায় ভূপ! কত আর বুঝাইব আমি,

পুণ্ডরীকাক্ষ—কৃষ্ণ।

ভবিতব্য-ফল তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে।
এতেক কহিয়া তবে কৃষ্ণের সারথি
ছাড়িল অবন্তী-রাজ্য স্যন্দনে চাপিয়া ॥

গৈরিক বসন পরি প্রতীচী-অচলে
প্রবেশিল পারুদেব বিরাম লভিতে।
দিগদিগন্তর গত বিহঙ্গম-কুল
পশিল কুলায়-মাঝে হরিষ অন্তরে।
কুজনিল পক্ষিকুল, বহিল উল্লাসে
মলয় সে স্বর জানাইতে শশিপ্রিয়ে
সন্ধ্যা-আগমন। কুমুদিনী ফুটিল আহ্লাদে,
ফুটিল সন্ধ্য-মালতী সন্ধ্যা-আগমনে।
হেরি সন্ধ্যা-সমাগম দণ্ডী নরপতি
চলিল নিরাশ চিত্তে বিরস বদনে
যথায় অন্দর-মাঝে উর্ব্বশী সুন্দরী।
হেরিয়া মলিনমুখ অবসন্নকায়
পুছিলা উর্ব্বশী ধনী, "কহ নরপতি
কি কারণে নাথ! তব হৃদয়-আকাশে
উদিল অকালে মেঘ, প্রাবৃটে যেমতি
ঘোর-ঘন-ঘটাচ্ছন্ন অবনী-মণ্ডল।
কি তাপে হৃদয় তব বিচলিত এবে
কিংবা দাসী কোন দোষে দোষী তব পদে ॥"

গৈরিক বসন—রক্তবস্ত্র। প্রতীচী—পশ্চিম। পারুদেব—সূর্য্য।
কুলায়—পক্ষীর বাসা। প্রাবৃট্—বর্ষাকাল।

বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলা ভূপতি
লক্ষ্য করি চারুচন্দ্রবদনার দিকে।
"নহে দোষী বিধুমুখি! শুধাংশু বদন
হৃদয়-চকোর-পাশে প্রেম-সুধা-দানে।
বিষধরবিষ কভু ধরে কি শশাঙ্ক?
হায় সুলোচনে। নিদারুণ বিধি মোর
প্রতি, ছিনু মোরা শুন সুধামুখি! সুখে,
কপোতক পত্নী সহ তুঙ্গ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে যথা মর্ত্ত্যে স্বর্গসুখে।
বিদরে হৃদয় মম সে সুখ স্মরিলে।"
এতেক কহিয়া রাজা নীরবে কাঁদিলা,
কাঁদিলা অপ্সরা শ্রেষ্ঠা সে নীর নেহারি॥

কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি নরপতি
পুনঃ আরম্ভিল তবে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ি।
"হায় প্রিয়ংবদে! আমি হায়লো কেমনে
কহিব দারুণ বাক্য যা লিখিলা ধাতা।
হেরি সুখ অভাগার শুনলো সুভগে!
যদুকুলর্ষভ কৃষ্ণে দেবর্ষি নারদ
কহিলা তোমার বার্ত্তা বার্ত্তাবহরূপে।
তিলেক যাহারে নাহি হেরিলে নয়নে
অস্থির পরাণ-পক্ষী হৃদয়-পিঞ্জরে;

কপোতক—ঘুঘু। তুঙ্গ—উচ্চ।
ধাতা—বিধাতা। বার্ত্তাবহ—দূত।

হায়রে কেমনে আমি ত্যজি হেন ধনে
রাখিব এ ছার প্রাণ দহিতে বিচ্ছেদে।
পাঠাইয়া দূত কৃষ্ণ মাগিলা "তোমারে;
নাহি দিনু যেই তেঁই রুষিয়া কংশারি
যুদ্ধ হেতু দূতমুখে আহ্বানে আমারে।
এক্ষণে বাসনা ধনি! তোরে সঙ্গে লয়ে
লইব শরণ বীর্য্যবন্ত-বীরপাশে।
বুঝিয়া করহ যুক্তি যুক্তিদাত্রী তুমি॥"

উত্তরিলা প্রিয়ংবদা পিক-সুধা-স্বরে।
"ভুলিনু স্বর্গের সুখ, মজিনু প্রণয়ে,
পাইনু পরম প্রীতি তোমার সদনে।
ভৃঙ্গরাজ-প্রেমে যথা মুগ্ধ কমলিনী
তেমতি আমি হে তব অবন্তী-নাগর!
না পারি সহিতে তব হেন হীন দশা
হেরি অশ্রুপূর্ণ আঁখি ইচ্ছি মরিবারে;
বিদরে হৃদয় মম তব দুঃখ হেরি॥"

সুখে বাহুপাশে বাঁধি সুধা-বদনারে
আশ্বস্ত হইয়া পরে অবন্তী-ঈশ্বর
কহিলা উল্লাসে হাসি প্রাণ পুত্তলীরে।

কংশারি—কংশের শত্রু, শ্রীকৃষ্ণ।
পিক-সুধা-স্বরে—কোকিলের ন্যায় মধুরস্বরে।
ভৃঙ্গরাজ—ভ্রমর।

"তুমি যদি নাহি কাঁদ কে আর কাঁদিবে ?
এ জগতে সমদুঃখী কেবা অভাগার !
ভালবাসা মর্ম্মব্যথা জানে সেই জন
যে জন কাহারে ভাল বাসিয়াছে কভু ।
বুঝে কি প্রণয়রস রসহীন জনে ?"

ঈষৎ হাসিয়া সুখে উষা প্রভাময়ী
পশ্চিম-ইতর দেশে পশিল হরষে ।
বিষাদে বিমর্ষ হয়ে প্রেম-খেলা ছাড়ি
পশিলেন খচমস রোহিণী-মন্দিরে ।
আলোকে পূরিল বিশ্ব ; ছাড়ি জীবগণে
বিরামদায়িনী নিদ্রা পশিল অমনি
নলিনীর হৈমগৃহে, জাগরণ হেতু
বিরামিল কুমুদিনী নয়ন মুদিয়া ।
গাইল সুতানে সুখে বিহঙ্গমকুল
সান্ত্বনিতে শশিপ্রিয়া, জননী যেমতি
পুত্রের সুসুপ্তি হেতু গায় মৃদুস্বরে ।
উদিল আদিত্যনাথ উদয়-অচলে,
শশব্যস্তে কমলিনী ফুটিয়া অমনি
বিতরিল সুধারাশি নাথেরে তুষিতে ॥

পশ্চিম-ইতর—পূর্ব্ব।　খচমস—চন্দ্র।
রোহিণী—চন্দ্রের স্ত্রী।　আদিত্য—সূর্য্য
অচল—পর্ব্বত ।

প্রভাতিল বিভাবরী হেরি নরপতি
ডাকাইয়া পুত্রবরে সভাবিদ্যমানে
সঁপি রাজ্যভার সুখে, মাগিয়া মেলানী
ছাড়িলেন রাজধানী তুরঙ্গিণী লয়ে।
শুনিয়া কাহিনী সব ব্যস্তে পাটরাণী
আলু থালু বেশে গেলা বুঝাইতে ভূপে।
বহিল ক্রন্দনধ্বনি রাজসভাতলে।
কিন্তু রে পাষাণ নাহি গলিল তাহাতে।
কালসর্পবিষ কোথা বিষে হয় ক্ষয়?
উপেক্ষিয়া মহিষীরে দণ্ডী মহীপতি
বাহিরিলা চলচিত্তে তুরঙ্গিণী লয়ে।
হেরিয়া পতির মতি সুমধুরস্বরে
আকাশের পানে চাহি পার্ব্বতী উদ্দেশে
কৃতাঞ্জলিপুটে সতী কাঁদি আরাধিলা।
"দনুজদলনি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি!
দীনদাসী সাধে তোমা এ ঘোর বিপদে;
ভক্তি বিনা দুঃখিনীর কি আছে সম্বল
দিতে রাঙ্গা পাদপদ্মে ওমা রঙ্গময়ি!
রক্ষ গো মা রক্ষাকালি! প্রাণকান্তে মম
কৃষ্ণের ভীষণ সেই কোপানল হতে।"
নীরবিলা বিধুমুখী তিতি অশ্রুনীরে॥

বিভাবরী—রাত্রি। উপেক্ষিয়া—অবহেলা করিয়া।

সুখে যথা অলিরাজ মকরন্দধন
বহে পুষ্পকুঞ্জ হতে, হায়রে তেমতি
রাণীর এ আরাধনা জলেশ্বর-অরি
বহিল কৈলাসে যথা হৈম-সিংহাসনে
বিরাজেন হলধর-বামে হৈমবতী।
শুনিয়া সু আরাধনা সারদা সুন্দরী
আশিষিলা স্বস্তি স্বস্তি বলি মহিষীরে॥

দ্বিতীয় সর্গ।

গাও গো কল্পনে সতি! গাইলা যেমতি
বরপুত্র শ্রোতা-বুধে তুষিতে সুন্দর
মধু-মাখা মৃদুস্বরে, মিলাইয়া সপ্ত-স্বর
মধুর বীণাতে। পূরাও দীনের আশা॥

ছাড়ি রাজ্য সিংহাসন অবন্তী-ঈশ্বর
বিচারি কৃষ্ণের শত্রু স্থির করি মন
ধীরে ধীরে উত্তরিলা জলধির কূলে।
করযোড়ে নরবর আরাধিল হর্ষে
জলদলবলশ্রেষ্ঠে। বহিল উল্লাসে

বরপুত্র—কালিদাস। জলদলবলশ্রেষ্ঠ—বরুণ।

নৃপতির আরাধনা হাসি ফণি-প্রিয়
যথায় জলেশ পাশী সুবর্ণের গৃহে
প্রবাল-আসনোপরি জলেশ্বরী সহ।
টলিল শুক্তিজ-গৃহ নড়িল আসন
আয়স্কান্ত আকর্ষণে লোহ-রাশি যথা।
ধরি প্রিয়তমা-কর জলেশ স্বকরে
চঞ্চল শফরী সম চকিত সময়ে
উত্তরিলা নিজ-কূলে নরবর যথা।
হেরিয়া পাশীরে হর্ষে দণ্ডী নরপতি
করযোড়ে বিবরিলা আদ্যোপান্ত যত।
মৃদুমধু-স্বরে তুষি অবন্তী-ঈশ্বরে
আরম্ভিলা জলেশ্বর, "শুন হে নৃপতি!
অগতির গতি কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর
ইন্দু-বদনা মরি ইন্দিরা সুন্দরী
মনোহর, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবের
যাঁহার প্রসাদে সুখে ভুঞ্জে রাজ-সুখ
নিরাপদে। কহ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র
ধরিব কেমনে বীরবর। ক্ষম মোরে,
হীন-বল আমি কিসে রক্ষিব তোমারে।
বামন হইয়া চাহ চন্দ্র ধরিবারে?
দেহ প্রসূ যদুকুলর্ষভে তুষ্ট-চিত্তে
ঘুচুক বিবাদ সুখে নিবস রাজ্যেতে।"

ফণিপ্রিয়—পবন। শুক্তিজ—মুক্তাময়। আয়স্কান্ত—চুম্বক।
শফরী—পুঁটিমাছ। ইন্দিরা—লক্ষ্মী।

অভিমানে মহামানী অবন্তী-রাজন
মহারোষে কহিলেন সিন্ধুপানে চাহি।
"নির্লজ্জ নিষ্ঠুর তুমি জলদলপতি
প্রতিসঃ, এই কি সাজে তোমারে, অজেয়
অলঙ্ঘ্য তুমি, ধন্য ঘৃণ্য প্রাণ তোমার।
প্রভঞ্জন হতে তুমি ভীমপরাক্রম
তেঁই ত তোমার পাশে শরণ মাগিনু।
কিন্তু হেন ক্ষুদ্র-মতি তব জলপতি!
জানিলে কখন তব কাছে ক্ষত্রবীর
মাগিত আশ্রয় যদি ধিক তার প্রাণে।
হেন নীচমতি তব দেখিয়া অগস্ত্য
গণ্ডূষে শুষিয়াছিল তাই পয়োনিধি।"
কেমনে এ হীন জনে রত্নাকর নাম
দানিলে হে পোড়া বিধি একি বিধি তব!
শোভে কিহে মণিকণ্ঠী প্লবগের গলে?
এতেক কহিয়া গর্ব্বে ক্ষত্রবীরমণি
ক্ষোভে রোষে বাহিরিলা বেগে (দ্রোণাচার্য্য
যথা রুষি পাঞ্চালের প্রতি, কিম্বা ক্ষোভে
পরাশরাত্মজ কাশীধামে, যবে হর
হরি নামে অবহেলা হেরি, খেদাইল
মহারোষে কাশী-বাস হতে।) ভেটিবারে
বৃহদ্রথে চলিলা নৃপতি অভিমানে।

প্রতিসঃ—বরুণ। প্রভঞ্জন—পবন।
প্লবগ—বানর। পরাশরাত্মজ—ব্যাসদেব।

পশিলা নৃপ মগধ-রাজ্যে, ছাড়ি দিল
পথ হর্ষে যুগল পাষাণ শরণ্যারে;
দ্বার-পাল চলিল অমনি নরবরে
সঙ্গে করি রাজসভাতলে, নৃপ যথা,
সূর্য্য-সম পরাক্রমে হৈম-সিংহাসনে।
নমিয়া মগধেশ্বরে দণ্ডী নরপতি
আরম্ভিলা মৃদুস্বরে আপন কাহিনী।
"ক্ষত্র-কুল-শ্লাঘ্য তুমি বীর-চূড়ামণি
তব বীর-বীর্য্য বীর! বিখ্যাত ভুবনে।
ত্রিদিবে দেবতাকুল তব নাম শুনি
থর থরে সিংহাসনে; গোকুল-নগরে
কাঁপেন কংশহাসুর, বৃন্দাবন যথা
প্রভঞ্জন-পরাক্রমে থর থর থরে।
রক্ষহ আপন্ন জনে এ বিপত্তিকালে,
রক্ষা কর বীরধর্ম্ম আশ্রয়ি দীনেরে,
বীরমণি, ভীত দীন দীন-নাথ-রোষে।"
এই রূপে বিলাপিয়া তুষি জরাসন্ধে
কহিলা সংক্ষেপে দণ্ডী আদ্যোপান্ত যত॥

"সত্য বটে, উত্তরিলা মগধ-ঈশ্বর!
কিন্তু যে সুদূরদর্শী ক্ষত্রবীর-মাঝে
সে কি হে বিবাদে কভু নীচ-জন সহ।
লাঘবিয়া নিজ-গর্ব্ব হীনবল-সাথে
কে কোথা যুঝিয়া কহ বীর-গণ-পাশে

পেয়েছে আদর কিম্বা যশ বিশ্বমাঝে ?
অজ্ঞ যদি মন্দ-ভাষে সম্ভাষে বিজ্ঞেরে
হাস্য-রসে হেন বাক্য নাহি উড়াইয়া
যদি সম-কটু-ভাষে প্রত্যুত্তরে তারে
বিজ্ঞমাঝে সে কভু কি হাস্যাস্পদ নহে ?
এ নীতি হে তব কাছে নাহি অবিদিত।
বীরের উচিত কার্য্য সমরিতে সুখে
বীর্য্যবন্ত-বীর-সনে। রথি-কুল যত
অশক্ত-জনেরে অস্ত্র কভু না প্রহারে।
শোভে কি অশনি-ঘাত রমণীর শিরে ?
মোর ভয়ে চিন্তামণি চির কম্পমান
তস্কর লম্পট যথা হেরি গৃহস্বামী
ডরে, কিংবা শিশু জিমূত-গর্জ্জনে।
যে যাদব মগধের ভুজ-যুগ-ডরে
পশিল জলধি তলে, পর্ব্বত-কন্দরে
যেবা যবনের ডরে, মুচকুন্দ-তল্প-
তলে ছিল লুকাইয়া। হেন হীন জনে
কেমনে হানিবে অস্ত্র জরাসন্ধ রথী ?
তাহে কি বীরত্ব বীর ! বরঞ্চ অযশ।
মার্জ্জার সহিত কিহে মৃগেন্দ্র কেশরী
মাগে কি সমর কভু ? ক্ষান্ত হও মনে
দেহ হয়ী যদুবীরে ঘুচুক জঞ্জাল।
নীচ সহ নাহি যোধে মগধ-ঈশ্বর।”

জিমূত—মেঘ। মার্জ্জার—বিড়াল। হয়ী—ঘোটকী।

বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি উঠিলা নৃমণি
প্রণমি মগধ-বীরে, নমিলা কৃষ্ণারি।
আরোহি তুরগী-পৃষ্ঠে বিরাগীর মত
অলিঙ্গ পঞ্চাল দিল্লি কর্ণাট কলিঙ্গ
কাশী গয়া প্রয়াগাদি নেপাল কাশ্মীর
ভ্রমিলা অযুত দেশ, ক্লান্তি-বশে শেষে
প্রবেশিলা নররায় ত্রিদশ-আলয়ে।
কিন্তু হায় ভাগ্য-দোষে ভাগ্যহীনে এবে
অরুণ শমন ব্রহ্মা অদিতি-নন্দন
গণেশ ধনেশ আদি দেব-কুল যত,
কেহ না রক্ষিল হায় এ বিপত্তি-কালে।
নীরব নিশির শেষে অবন্তী-ঈশ্বর
ক্লান্ত ক্লিষ্টকলেবরে উর্ব্বশী-সহিত
উত্তরিলা ধীরে ধীরে কৈলাসের মূলে।
কৈলাস-শিখরে যথা বিরূপাক্ষবামা
বিহরে সানন্দ মনে। সে পদ-কমলে
মাগিলা শরণ দণ্ডী, হায় রে যেমতি
রুদ্রভয়ে ব্যস্ত হয়ে শান্তনুনন্দন
অন্নপূর্ণা-পাদপদ্মে অন্ন ভিক্ষা হেতু।
মহাভয়ে ভীত হয়ে ভবানী ভবেশে
করযোড়ে নরবর বিবিধ বিধানে
আরাধিলা। কাঁপিল কৈলাস শৈলেশ্বর
থর থরে, মড় মড়ে লড়িল সহসা

ত্রিদশ-আলয়—স্বর্গ। শান্তনুনন্দন—বেদব্যাস।

মহীরুহ, পলাইল পশু পক্ষী আদি
হেরি ঘোর ভূকম্পন ত্রাসে। হুহুঙ্কারী
বাহিরিলা বেগে হর্য্যক্ষ, স্বনিল ফণি-
গণ ত্রাসে; গিরিবাসী কাঁপিল আতঙ্কে।
খসিল ত্রিশূল নন্দী স্মরিলা শ্রীহরি,
বীরভদ্র চমকি ফেলিল সিদ্ধিগুচ্ছ;
ঊর্দ্ধপুচ্ছে ছুটিল বৃষভ, চমকি সতী
চাহি চারু-নেত্রে ছলে পুছিলা মহেশে।
হাসি শূলপাণি ধরি পদ্ম-পাণি সুখে
কহিলা, "মায়াময়ি! একি মায়া তব,
চল হেরি কার তাপে তাপিত এ পুরী॥"

ধরি শঙ্করীর কর শঙ্কর স্বকরে
উত্তরিলা গিরি-মূলে, ব্রজবালা যেন
ধরি কৃষ্ণকর করে কদম্বের তলে।
কহিলা সরোষে রুদ্রপতি, "বৃথা কেন
আশা-অতিরিক্ত আশে আইলে নৃপতি!
পঞ্চমুখে যে নাম জপেন পঞ্চানন
কেমনে রক্ষিবে শিব তাঁহার বিপক্ষে?
একেত জগতে খ্যাত ক্ষেপা মহেশ্বর
এ কার্য্যে উচিত বটে তার পরিচয়।
যাও অন্যস্থানে বীর! না পারিবে তুমি
ভুলাইতে ছলনায় ভোলা ভোলানাথে॥"

মহীরুহ—বৃক্ষ। হর্য্যক্ষ—সিংহ।

জানিহে কপৰ্দ্দী তোমা কহিলা নৃমণি।
"জানি তব কূটবুদ্ধি ধূর্জ্জটি কুটিল!
মহারোষে দশস্কন্ধ তাই খেদাইলা
লঙ্কা হতে; পলাইলা ত্রাসে প্রাণ লয়ে
নতুবা দমনে শমন যথা, দমিত তোমারে
লঙ্কেশ্বর। ভক্তিভাবে ভবদেবে পূজি
বীরমণি লভিল কি এই ফল? ভাল
দেখাইলে ভক্ত ভরশা আশা ভাঙ্গড়
জটিল, ধ্বংসিলে অররুবংশ, নাশিলে
রাবণি, প্রেরি অস্ত্র রামানুজে, মায়ার
মায়ায় হরিলে রাক্ষসরত্ন প্রমীলা-
বিলাসী, সোণার লঙ্কা করিলে শ্মশান।
হে শম্ভু! যে শম্ভু তোমা ভজি বাহু-বলে
জিনিল এ তিন লোক, কেমনে তাহারে
নাশিলা কালীর করে ছলনা করিয়া।
ভজিল তোমারে সে কি হেন গতি হেতু
বামদেব! কে ভজে এ হেন হীন জনে?
যাহারে ভজিলে লোকে মজে কাল-বিষে,
কি ফল তাহার ঠাঁই মাগিলে আশ্রয়?"
নীরবিলা নরপতি, হাসি বাহরিলা

ধূর্জ্জটি, কপৰ্দ্দী, রুদ্রপতি, ভবদেব—শিব।
দশস্কন্ধ—রাবণ। অররু—রাক্ষস।
রাবণি—ইন্দ্রজিৎ। বামদেব—মহাদেব।

বরালিকা সঙ্গে রঙ্গে বৃষভ-বাহন
বিহরিতে প্রভাময়-প্রভাতকাননে ॥

প্রণমিলা উষাদেবী উমার চরণে।
গাইল বিহগকুল প্রভাতসঙ্গীত ;
মিলাইলা স্বর শ্যামা ভৃঙ্গরাজ সহ ;
গুণ গুণ স্বরে ধুয়া ধরিল মধুপ ;
ছাড়িল হরষে তান ঝঙ্কারিয়া পিক।
পশিল সে সুধামাখা সুমধুর স্বর
যথায় বাসবপুত্র রত্নদোলাপরি
সুবর্ণ-মন্দিরে সুপ্ত সুভদ্রার সহ।
তমোময়ীনিশা-অন্ত হেরি পার্থ রথী
বসিলা কুসুম-শয্যা-পাশে ; মনোলোভা
হায়রে সে শোভা, যথা বৈজয়ন্তধামে
শচীকান্ত বলী বিরাজেন শচীসনে
হৈম-শয্যোপরি তারাময়ী নিশাশেষে।
রথীন্দ্র মধুরস্বরে কহিলা ভদ্রারে।
"উঠ প্রিয়ে ! প্রেমের পুত্তলি ! প্রাণরত্ন !
নিমীলিত পদ্ম-আঁখি হেরিয়া তোমার
প্রস্ফুটিত কমলিনী দেখাতে ভাস্করে
রূপচ্ছটা (তারাদল যথা, অমানিশা-
কালে যবে রোহিণীরমণ নিদে সুখে)।

বরালিকা—পার্ব্বতী।
বাসবপুত্র—অর্জ্জুন। রোহিণীরমণ—চন্দ্র।

উঠ প্রিয়ে! চিরানন্দ মোর মনোরমা
গর্ব্বিণীর গর্ব্ব খর্ব্ব করি বিধুমুখি॥"

নীরবিলা ধনঞ্জয় ত্রাসে নিদ্রাদেবী
পলাইল সুভদ্রার নীলোৎপল ছাড়ি।
চমকি কমল-আঁখি মেলিলা সুন্দরী,
প্রমীলা রূপসী যথা মেঘনাদ-ভাষে
তমোময়ী-নিশা-শেষে জাগিলা চমকি।
ঈষৎ হাসিয়া ধনী সুচারুহাসিনী
আবরিলা গৌর-অঙ্গ নীলাম্বর দিয়া।
সাদরে চুমিলা পার্থ অলক্ত-কপোলে
নিশা-অবসানে ভৃঙ্গ পঙ্কজে যেমতি
সাদরে চুম্বন করে সোহাগে গলিয়া।
উঠিল হরষে রামা আঁখি কচালিয়া।
বিষাদে মলিনমুখে নলিনী সুন্দরী
নেহারি সে আঁখি, আঁখি মুদিল লজ্জায়।
যথা বিধিমতে তুষি মনোমোহিনীরে
চলিলেন ধনঞ্জয় শ্রীহরি স্মরিয়া
যথায় পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞসেনী সহ॥

চয়নিয়া ফুলচয় চিকণিয়া মালা
সুহাসে ঈষৎ হাসি সখীরে সম্ভাষি

নীলোৎপল—নীলপদ্মের ন্যায় চক্ষুঃ।
চয়নিয়া ফুলচয়—ফুল তুলিয়া।

কহিলা সুভদ্রা সতী, "চল লো স্বজনি !
বিহরিয়া ভানুসুতা শীতল সলিলে
পূজি গিয়া ইষ্ট-দেবে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া।
উত্তরিলা সহচরী (মধু-কালে যথা
কুহরে মদন-সখা), কেমনে এ বেশে
কালিন্দী-পুলিনে সখি ! বিহরিবে তুমি ?
ত্রিভুবনজয়ী যেবা পার্থ ধনুর্দ্ধর,
তাহার রমণী হয়ে হায়রে কেমনে
এ বেশে সুমুখি ! তুমি বাহিরিবে পথে ?"

এতেক কহিয়া ধনী গজেন্দ্রগমনে
হর্ষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে।
কেয়ূর, নূপুর, হার, সিঁতি, স্বর্ণচিক,
কঙ্কণ, বলয়, কাঞ্চী, মণি, মুক্তা, হীরা,
বিবিধ রতনরাজি, দিবাকর সম
জ্যোতির্ম্ময়, বাছিয়া বামা লইলা হরষে।
সাজাইলা বিনোদিনী বিনোদ-সজ্জায়
ভদ্রে, রজত কাঞ্চন হীরা মুক্তা দিয়া।
হাসি সুহাসিনী সুখে সুন্দর-সীমন্তে
পরাইল মনোহর সিন্দূরের ফোটা ;
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা সুন্দর ললাটে
সৌদামিনীচ্ছটা যথা কাদম্বিনীমাঝে।
উজ্জ্বল কজ্জল দিল সুচারু নয়নে ;

কালিন্দী—যমুনা।

হাসি মনসিজ অলক্ষিতে প্রবেশিলা
পঞ্চশর-সহ সুখে সে আঁখির মাঝে।
বিশাল-নিতম্বোপরি ঝক্ ঝক্ ঝকে
নর্ত্তকীর নৃত্য তুচ্ছি নাচিছে আহ্লাদে
সৌরকররাশি-সম সুবর্ণ-মেখলা।
একেত সুন্দরী তাহে শোভিল সুন্দর
নীলাম্বর, নীলাম্বরে শশধর যথা।
উজ্জ্বল দর্পণে সতী সে চন্দ্র-আননে
হেরিয়া ঈষৎ-হাসে হাসিলা সুন্দরী।
ঝল মল ঝলে সাজি নানা আভরণে
বাহিরিলা গোপ-বালা, চারুধারা যথা
সাজিলা কৌতুকে রঙ্গে ভ্রমিতে হরষে
নিদাঘ-নিশির শেষে মন্দাকিনীকূলে।
সুসজ্জিলা সখীদল সতীর সহিতে,
বাজিল শিঞ্জিনী হর্ষে, বোলিল আহ্লাদে
ঘুনু ঘুনু বোলে মরি সুন্দর ঘুঙ্গুর।
অন্তরিক্ষে চলিল উল্লাসে কুসুমেষু
যোজনিয়া কামশর কুসুমকার্ম্মুকে॥

কতক্ষণে উত্তরিলা যমুনার কূলে
সুধামুখী; হুলুধ্বনি ধ্বনিল সকলে;
গৌড়গৃহে গৌরাঙ্গিণী হায়রে যেমতি

মনসিজ, কুসুমেষু—কামদেব। মেখলা—চন্দ্রহার।
সৌর-কররাশি—সূর্য্য কিরণ। চারুধারা—শচী।

মাতায় জগত মরি ঘোর হুলুস্বরে
যবে হৈম-গিরি ছাড়ি গিরিশ-গৃহিণী
শরতের সুখময় সূর্য্যেন্দুসঙ্গমে
অবতীর্ণা মহীতলে মহামায়ারূপে।
লয়ে কুলাঙ্গনাগণে পার্থপ্রিয়তমা
বিহরে কালিন্দী-কূলে, হেন কালে তথা
বিষাদে বিমর্ষ চিত্তে দণ্ডী নরপতি
প্রবেশিলা ধীরে ধীরে বামী আরোহিয়া।
হেরি ভদ্রা শারদীয় বীণাবিনিন্দিত-
স্বরে পুছিলা নরেশে। "কে তুমি কি হেতু
আইলা তটিনীতটে, কেন অশ্রুপূর্ণ
আঁখি কহ বিস্তারিয়া মোরে বীরমণি॥"

উত্তরিলা বীরবর "হায় গো কেমনে
কহিব দারুণ ব্যথা, কি ফল কহিলে?
দেব নর যক্ষ রক্ষ কিন্নর অপ্সরা
কার সাধ্য না হইল রক্ষিতে আমারে।
তোমরা কুলের নারী অবলা সরলা
মম দুঃখ শুনে মাত্র হইবে দুঃখিনী।"
"কি ভয় তোমার বীর?" কহিলা রূপসী
"কি তব হৃদয়-ব্যথা কহ প্রকাশিয়া?
কৃষ্ণের ভগিনী আমি পার্থের রমণী
আমার অভাব কিবা অবনী-মণ্ডলে।

বামী—ঘোটক।

না ডরি দেবেন্দ্রে আমি কহ মহাবাহু
কি তাপে তাপিত হয়ে ইচ্ছ মরিবারে।
নাশিব তোমার তাপ এ প্রতিজ্ঞা মম
বীরাঙ্গনাবাক্য সত্য অচল অটল।"

উমার উরসে বসি মনোসিজ বলী
হানে ফুলশর যথা নির্ভয় হৃদয়ে
কালকণ্ঠে, ভৈরবীর ভরশার বলে;
সেরূপ ভদ্রার বাক্যে দণ্ডী নরপতি
সুস্থির হইল প্রাণে; আইল বাহরি
ধৈর্য্য বীর্য্য পরাক্রম দেবীর সাহসে।
বিবরিল বিবরণ অবন্তী-ঈশ্বর।
শুনিয়া সে কথা, সিহরিয়া সখীবৃন্দ
চাহিল সত্রাসে পার্থমনোহরা পানে।
হেরিয়া সখীর ভাব কহিলা হাসিয়া
সুহাসিনী পার্থপ্রিয়া। "কি ভয় স্বজনি!
বীরাত্মজা বীরনারী বীরের জননী
মোরা সবে, কেন ডরাইব রমানাথে?
রক্ষিব রাজনে আমি নিজগর্ব্ববলে।
সত্য বটে নাহি বল এ ভুজমৃণালে,
কিন্তু ভেবে দেখ সুবদনে! খরতর শর
বিরাজে লোচনে যার, সে কভু কি ডরে

উরস—বক্ষঃস্থল। মনোসিজ—মদন। কালকণ্ঠ—মহাদেব
ভৈরবী—দুর্গা। রমানাথ—শ্রীকৃষ্ণ।

জিনিতে গাণ্ডিবী বীরে কটাক্ষসায়কে ?
রক্ষিবেন ধনঞ্জয় অবশ্য দণ্ডীরে,
তবে যদি হনুমান করেন আমারে
মাগিব আশ্রয় ভীম ভাণ্ডরের কাছে,
কিংবা পুত্র অভিমন্যু, বীরচূড়ামণি
রাখিবে মায়ের মান এবিপত্তিকালে।"
এতেক কহিয়া তবে রোহিণী-নন্দিনী
রঙ্গে ভঙ্গে সখী-সঙ্গে সারিলা সত্বরে
জলকেলি ; যোগাইল অমনি আনিয়া
অপূর্ব্ব স্যন্দন-বাহী মায়ারথ খানি।
উঠিলা সতী সখী-দল মেলি বিমানে
নিশাসঙ্গে আনন্দেতে তারাদল যথা।
কত ক্ষণে উত্তরিয়া হস্তিনা-নগরে
সঁপিয়া ভীষ্মের করে অবন্তী-রাজনে
চলি গেলা নিজ বাসে পার্থপ্রিয়তমা ॥

গাণ্ডিবী—অর্জ্জুন। কটাক্ষ-সায়ক—নয়ন-বাণ।
রোহিণী-নন্দিনী—সুভদ্রা। স্যন্দনবাহী—সারথী।

তৃতীয় সর্গ।

কনক-আসনে বসি ধর্ম্মের নন্দন
রাজলক্ষ্মী রাজবালা দ্রৌপদী সহিত
চিন্তিত হৃদয়ে কহিলেন পার্থ বীরে।
"পাঠাও হে বীরবর! মাদ্রী-পুত্র-দ্বয়ে
যথায় দণ্ডীর সাথে ভীমসেন রথী
বিরাজে সানন্দমনে উপেন্দ্রে উপেক্ষি।
নিবার বীরেশে বীর! এ প্রতিজ্ঞা হতে।"
প্রণমিয়া ধর্ম্ম বীরে ভাই দুই জন
উত্তরিলা করযোড়ে ভীমের সম্মুখে।
নমিয়া বিষণ্ণচিত্তে কহিলা বীরেশে
ধর্ম্মের অনুজ্ঞা যত দণ্ডীর কারণে॥

মহাক্রোধে বৃকোদর অগ্নিময় রোষে
চাহিল মাদ্রেয়-পানে; পলাইলা ত্রাসে
যুগল পুরুষ যথা যুধিষ্ঠির রথী।
হেরিয়া সে ভাব দুঃখে অধীর হইয়া
পাঠাইলা পার্থবীরে পাণ্ডব-প্রধান
সান্ত্বনিতে বৃকোদরে এ কুমতি হতে।
বিধিমতে ধনঞ্জয় তুষি বৃকোদরে
কহিলা ধর্ম্মের বার্ত্তা। শুনি বীরমণি

উত্তরিলা পার্থ বীরে আরক্ত নয়নে।
"ক্ষত্রকুলোদ্ভব তুমি পাণ্ডুর নন্দন
ভীমের অনুজ, শূর অভিমন্যুপিতা
এ কুৎসিত বাক্য কিহে শোভে তব মুখে?
বিক্রমে বিশ্ব-বিখ্যাত দ্রোণাচার্য্য গুরু,
মায়ারথ, অক্ষয় গাণ্ডিব ধনু, শিব-
দত্ত পাশুপৎ বাণ, এ সব থাকিতে
ডর সমর-তরঙ্গে। সাহসে বাঁধহ
হিয়া, ধর অগ্নিদত্ত শরাসন, ইন্দ্র-
দত্ত বাণ, টঙ্কার ধনুক-গুণ বিশ্ব
কাঁপাইয়া মহাবাহু! মৃত্যু-ভয়ে ভীত
কি হে তুমি? কর কার্য্য ক্ষত্রোচিত, ধর
অস্ত্র রক্ষিতে আশ্রিতে। ক্ষত্র-ধর্ম্ম-বিৎ
তুমি, কহ কি রূপেতে নিজ কুল-ব্রত
বীর! ত্যজিবে তরাসে। শূরত্ব বীরত্ব
যার আছয়ে শরীরে, ডরে কি কখন
সেই শমন-ঈক্ষণে? ধন্য বীর-ধর্ম্ম!
রক্ষিতে ক্ষত্রিয়-গর্ব্ব যদি হে তোমার
না থাকে শকতি, তবে লওরে শরণ
নির্লজ্জ জীবন লয়ে দৈবকেয়পাশে।
ধর্ম্ম-বল বাহু-বল নাহিক যাহার
সে কোথা আদর লভে ক্ষত্রবীরমাঝে?

ক্ষত্রধর্ম্মবিৎ—যিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম জানেন।
ঈক্ষণ—দর্শন।

তোমার কলত্র আসি মাগিল আশ্রয়
তেঁইত দণ্ডীরে আমি করেছি রক্ষণ।
নিজ-কুল-বধূ-মান নাশিবার তরে
যাওরে অর্জ্জুন! লয়ে নির্লজ্জ জীবন
যথায় বিপদ-ত্রাতা শ্রীমধুসূদন
তোমার পরম সখা লওগে শরণ।
যত যত বীরকার্য্য সাধিলা সমরে
কৃষ্ণের সহায় তুমি, সাহায্য তাহারে।
নগণ্য ভীমের কাছে তোমার প্রভাব!
যাও কৃষ্ণপাশে লয়ে ঘৃণিত জীবন।
ভেবেছ কি বীরশূন্য মেদিনীমণ্ডল?
ভ্রান্তিমাত্র, তাই কৃষ্ণ হেন শ্লাঘা করি
মাগিল দম্ভেতে তুরঙ্গিণী দণ্ডী ঠাঁই।
এই যে দেখিছ গদা পর্ব্বত-প্রমাণ,
বিশাল করেতে ধরি সমর-তরঙ্গে
ভেদিব যাদবকুলে, জানিবা যেমতি
বজ্রে ভেদে ধরাধরে অদিতি-নন্দন!
অথবা পড়িয়া রণে যদুপতি-শরে
সমরে ত্যজিয়া প্রাণ যাব দিব্যলোকে।
কিন্তু ভেবে দেখ ভাই! যবে সুধিবে জননী
"কোথা ধনঞ্জয়! মোর পুত্র ভীমসেন"
কি বলে কহিবে বল জননী-সমীপে
সমরে বিনষ্ট ভীম তব বিদ্যমানে?"
নীরবিলা শূরশ্রেষ্ঠ, বিষণ্ণবদনে

চলিল মন্দিরে ফিরে পার্থ ধনুর্দ্ধর
যথায় ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুকুল-মণি
বিরাজে দ্রৌপদী সহ চিন্তার সাগরে।
শুনিয়া পার্থের মুখে এসব কাহিনী
বিরসবদনা মরি ভাসি অশ্রু-নীরে
চলিলা পাণ্ডবপ্রিয়া আলু থালু বেশে
সখী সঙ্গে ভেটিবারে পাণ্ডব-পারিন্দ্রে।
উত্তরিলা বামাদল ভীমের মন্দিরে,
শিঞ্জিল অমনি রুণু রুণু বোলে মরি
সুন্দর শিঞ্জিনী। শুনিয়া সে সুধামাখা
সুমধুর স্বর চমকিল ভীম রথী;
বিস্ময় মানিয়া বীর কহিলা উল্লাসে,
"সপ্ত-স্বরে ভৃঙ্গ-রাজ পিকরাজ সহ
গাইছে কি প্রেমগীত বসন্তসঙ্গমে ?"
সহসা মন্দিরে পশি কহিলা সঙ্গিনী,
সুধু কল-কণ্ঠ নহে দেখ একবার
বীর-শ্রেষ্ঠ বৃকোদর বীরচূড়ামণি!
মরি কি প্রতিমাখানি অনঙ্গ-বিজেত্রী
অবতীর্ণা মূর্ত্তিমতী বসন্ত-রাগেতে।"

চমকিলা বীরশ্রেষ্ঠ হেরি পাঞ্চালীরে
সম্মুখে, কহিলা শূর সতীরে উদ্দেশি।

পারিন্দ্র—সিংহ।

"কহ কি কারণে তুমি পাণ্ডুকুল-জ্যোতি
সজলনয়নে এবে ভীমের সদনে।
সুধাংশুবদনে কেন বিষণ্ণের ভাব ?
কি তাপে তাপিত আজি কহ সুধামুখি !
হৃদয়মন্দির তব। না পারি সহিতে
হেন অবসন্ন ভাব তোমার অধরে।
বিস্তারিয়া কহ প্রিয়ে ! মনের বেদনা।
জাননা কি প্রিয়ংবদে ! ভীমের বিক্রম ?
ত্রিভুবন-জয়ী দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি
পড়িল কালকবলে কুষ্মাণ্ডের প্রায়
শত ভ্রাতা সহ দুষ্ট হিংসিয়া তোমারে।
এই যে দেখিছ প্রিয়ে ! শৃঙ্গধর-সম
ভীমবলধারী মম এই বাহুযুগ
নাশিবে তোমার তাপ শুনলো সুন্দরি !
কহ শীঘ্র সুধাধার সহেনাক আর
অসহ্য বিমর্ষবাণ ও সুধা-অধরে॥"

নীরবিলা শূরসিংহ ; সজলনয়নে
উত্তরিলা পঞ্চকান্তা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ি।
"প্রাণ-নাথ ! একি তব উচিত ব্যভার৹
দেখাইছ দাসী প্রতি, হরিছ আমার
হৃদয়-সর্ব্বস্ব-ধন, হায়রে যেমতি
মন্দোদরী-হৃদি-ধন রাবণ হরিয়া
সমর্পিলা রামহস্তে দিব্যগতি হেতু।

বিজ্ঞ হয়ে একি রীতি তব বীরমণি !
রাখ কথা দুঃখিনীর ত্যজহ দণ্ডীরে,
ধরি কর প্রাণনাথ ! রাখ এ মিনতি।
আনন্দে হৃদয়ে ধরি, সুধাবদনারে
দ্বিতীয় পাণ্ডব বীর কহিলা সুস্বরে।
"তব বাক্যে প্রাণেশ্বরি ! ইচ্ছি মরিবারে ;
বীরাঙ্গজা বীর-নারী বীরের জননী
বীর্য্যবতী বামা হয়ে কেমনে কহনা
উচ্চারিলে হেন নীচ অব্যক্ত কথন ?
হা কি লজ্জা দুরদৃষ্ট মম বিধুমুখি !
হেন দুরাচার পাপী কেবা ক্ষত্রকুলে,
আশ্রিতেরে বাহুবলে না করি রক্ষণ
অকারণ বাহুযুগ ধরে সে দুর্ম্মতি ?
ক্ষত্রকুলে জন্ম লয়ে যুদ্ধে ভয় করি
হেন বাক্যে সম্মত কে হয় চন্দ্রাননে ?
জানি আমি, সত্য বটে যদু-কুল-পতি,
দেবের আরাধ্য বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর ;
যাঁর পদ হৃদিমাঝে জপেন ত্র্যম্বক।
সে শ্রীপদ চিন্তি প্রাণ ত্যজিয়া সমরে
ফাঁকি দিয়া সূর্য্যসুতে যাইব গোলকে।
স্ত্রীবুদ্ধি তোমার প্রিয়ে ! কিরূপে কহনা
ত্যজিয়া অমূল্য বীর-ধর্ম্ম সুধামুখি !
রক্ষিব এ ছার প্রাণ নিস্তেজের মত ?

ত্র্যম্বক—শিব। সূর্য্যসুত—যম।

স্বপ্নেও ভেবনা প্রিয়ে! হেন নীচাশয়ে
প্রবর্ত্তিবে বৃকোদর বীরধর্ম্ম ত্যজি।
যখন যে আজ্ঞা মোরে করেছ সুন্দরি!
করেছি পালন তাহা সেবকের মত
অনিবার; কিন্তু এই অনুরোধ তব
রক্ষিতে অশক্ত, ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি!
ধর ধৈর্য্য সুবদনে! কেঁদনাক আর,
করহ মঙ্গলচিন্তা সমর জিনিতে॥”
থামিলা বীরেন্দ্র ভীম; সজলনয়নে
ফিরিলা দ্রুপদাত্মজা, হায়রে যেমতি
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রাণী মন্দোদরী
নিবারিতে দশস্কন্ধে নিষ্ফলা হইয়া
নীরবে কাঁদিয়া গেলা আপনার পুরে।

প্রবেশিলা ধর্ম্মপাশে পার্ষতী সুন্দরী
অশ্রুপূর্ণা শোকাকুলা, বিষণ্ণবদনে।
হেরিয়া সে নীর দুঃখে অধীর হইয়া
বিষাদে বিমর্ষচিত্তে পাণ্ডুপ্রিয়তমা
সান্ত্বনিতে চলিলেন দ্বিতীয় পাণ্ডবে॥

জননীর আগমন হেরি বৃকোদর
প্রণমিলা মাতৃপদে; আশিষিলা সতী।
গললগ্নকৃতবাসে উঠি বীরবর
পুছিলা কুন্তীরে। “মাতঃ! কোন প্রয়োজনে

পবিত্রিলা মোর পুরী শ্রীপদ-অর্পণে ?
দানিলে সংবাদ, দাস মুহূর্ত্তভিতরে
ভেটিত ও পাদপদ্ম ; বৃথা ক্লেশ করি
আইলা দাসের ঠাঁই কেন গো জননি ?”

•

উত্তরিলা ভোজবালা মধুলিহস্বরে।
“কাঁদেরে মায়ের প্রাণ তাইরে বাছনি !
আইনুরে তব পাশে বুঝাইতে তোরে।
দশ মাস দশ দিন ধরিয়া জঠরে
সহেছি যাতনা কত, তা হ’তে এ শ্রম
নহে গুরুতর তাই আইনু হাঁটিয়া ;
শুনিলাম তুমি নাকি হেলি যদুবীরে
দিয়াছ আশ্রয় মরি দণ্ডী দণ্ডেশ্বরে ?
কি আশ্চর্য্য ! বীরমণি ! একি রীতি তব ?
যে যাদবে জগজ্জন পূজে অহর্নিশ
হৃদয়পঙ্কজ দিয়', হায়রে কেমনে
সে কালবরণে তুমি ডাকিবে সমরে ?
কত বার বিপদের ত্রাণকর্ত্তা হরি
তারিলা বিপদ হতে, সে সব কাহিনী
কেমনে হে বীরবর ! স্মৃতিপথ হতে
মুছিলা অবাধে হায় কৃতঘ্নের প্রায় ?
পবনাশ-নাশ যথা নাশে পবনাশে

মধুলিহ—মধুমক্ষিকা।
পবনাশনাশ—পবনাশ সর্প, তাহাকে যে নাশ করে অর্থাৎ গরুড়।

তেমতি নাশিবে তোমা রাম নীলমণি ;
কেন তার বাণানলে ও মোর বাছনি !
পুড়ি ভস্মরাশি হবে পতঙ্গের মত ?
রাখরে মায়ের মান দেহ যদুবীরে
দণ্ডী সহ তুরঙ্গিণী ঘুচুক জঞ্জাল ॥”

শুনিয়া মায়ের বোল ক্রোধে ভীমরথী
দন্ত কড় মড় করি আরক্তনয়নে
কহিলা “বীরমাতা হয়ে মাতঃ ! কেমনে
এ বাণী উচ্চারিলা ক্ষত্রমুখে নিস্তেজ
সমান ; জননী বলি ক্ষমিলাম তোমা
নতুবা এ গদাঘাতে দিতাম তোমারে
সেই সে দশমদশা ভৃগুরাম যথা ॥”

লাজ ভয় অভিমানে পাণ্ডুপাটেশ্বরী
ফেলিলেন অশ্রুবারি ; হায়রে সে নীর
ভাষাইল হৃদিশেলে নির্ঝরিণীরূপে।
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি সুলোচনা
চাহিলেন ভীমসেনে, দেখিয়া সে আঁখি
পলাইলা কুন্তী রাণী, নিকষা যেমতি
রাবণের ক্রোধ হেরি পলাইলা ত্রাসে।
মাতার অবস্থা হেরি ধর্ম্ম নরপতি
নানা মত নীতিবাক্যে বুঝাইলা ভীমে।
অচল অচল যথা প্রভঞ্জনবেগে

তেমতি অটল ভীম-প্রতিজ্ঞা অচল
না টলিল উপদেশবায়ুবেগভরে।
নিরস্ত হইয়া তবে ধর্ম্মের নন্দন
নিবর্ত্তিলা নিকেতনে ; আইলা অমনি
অর্জ্জুন মাদ্রেয়-দ্বয় দ্রুপদ-আত্মজা
বিরস বিমর্ষ চিত্তে যুধিষ্ঠিরপাশে।
সহসা সেখানে পশিলা সন্দেশ-বহ
দ্বারকা হইতে। নমিলা দূত রাজায়।
পুছিল নৃপতি তারে কুশলবারতা।
"না জানি রাজ্যের বার্ত্তা" কহিলা দারুক
"কৃষ্ণের আদেশে আমি দণ্ডীর কারণে
ভ্রমিলাম নানা দেশ, পর্ব্বতকন্দর
বন উপবন আদি ত্রিদিব পাতাল।
পশিলাম জলধির অতল সলিলে
তথাপি না পাইলাম দণ্ডীর উদ্দেশ।
ভীমসেন মহারথী অবন্তী-ঈশ্বরে
দিয়াছে অভয়দান, তাই জ্ঞাত হয়ে
আইলাম তব পাশে দণ্ডী মাগিবারে।
যে হয় করহ যুক্তি বিলম্ব না সহে
চিন্তান্বিত চিন্তামণি আমারে চাহিয়া॥"

বিবরিল ধর্ম্মরাজ আদ্যোপান্ত যত,
শুনিয়া সিহরি দূত মাগিলা মেলানি।

নিকেতন—গৃহ। ত্রিদিব—স্বর্গ।

কতক্ষণে উত্তরিয়া দ্বারকানগরে
বিবরিলা বিবরণ নারায়ণপাশে।
মহাক্রোধে কুসুমেষু পিতার আদেশে
চলিলা হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠির যথা
পঞ্চ ভ্রাতা সহ সুখে সভাজ্যোতিরূপে।
মহাসমাদরে তুমি যাদব-অঙ্গজে
সুধিলেন ধর্ম্মরাজ-আগমন হেতু॥

বাপের দুলাল মায়াধর রতিপতি
নানামত রঙ্গে ভঙ্গে বাক্য বিন্যাসিয়া
কহিলা দম্ভেতে চাহি পাণ্ডুবংশধরে।
"কার গর্ব্বে এতদূর হইয়া গর্ব্বিত
করিছ গর্হিত এত গোপালে না মানি।
যে কৃষ্ণের বলে বল ধর পঞ্চ ভাই
তাঁহারে উচিত নহে হেলিতে এরূপ।
কে রক্ষিত তোমা সবে বিনা শ্যামমণি
দুর্ভাষী দুর্ব্বাসা মহাঋষি কোপানলে;
যবে বহু শিষ্য সহ রাজা দুর্য্যোধন
পাঠাইলা তব পাশে বিজন বিপিনে?
যাঁর গুণে ত্রিভুবন-বাসী নরপতি
নোয়াইলা শির আসি তব পদতলে;
হেন কৃষ্ণে হতাদর করিয়া কেমনে
ইহ লোকে পর লোকে রাখিবে অখ্যাতি?

যাদব-অঙ্গজ—কামদেব।

যত যত বিপজ্জালে করিয়া উদ্ধার
হইল কি এই প্রতি-ফল পরিশেষে ?
রাখ কথা, দেহ দণ্ডী সহ তুরঙ্গিণী
কৃষ্ণের চরণে ; বাদ বিসংবাদে কেন
তাঁহার বিশিখে, পুড়ি ভস্মরাশি হবে
পতঙ্গ যেমতি পড়ি বৈশ্বানরকোপে ?
ভেবেছ কি বীর নাই অবনীমণ্ডলে
বৃকোদর ! তব সম ? সেই অহঙ্কারে
তৃণ জ্ঞান কর যত বীরেন্দ্রমণ্ডলে ?
জাননা কি যদুবংশ বিক্রম প্রভাব ?
ইন্দ্র, চন্দ্র, অরুণ, বরুণ, ধনপতি,
বৃষধ্বজ, চতুর্ম্মুখ, দিক্পাল আদি
যুঝিবে যাদবপক্ষে যদ্যপি কটাক্ষে
জানান এ সমাচার যদুকুলপতি ।
কি ছার তোমার গদা গদাধর ঠাঁই
যদ্যপি আমারে আজ্ঞা দিতেন শ্রীপতি
লইতাম তুরঙ্গিণী নিজ বাহুবলে ॥

শুনি রৌক্মিণেয়মুখে কর্কশ ভারতী
মহাক্রোধে বৃকোদর কহিলা গর্জ্জিয়া
"কি ছার করিস গর্ব্ব কামকলাপতি
ক্ষত্রিয়সভার মাঝে পাগলের মত ?
তোর যত বীরবীর্য্য কে না জানে ভবে ?

বিশিখ—বাণ। বৈশ্বানর—অগ্নি।

যা চলিরে মূঢ়মতি ! কহ গে কৃষ্ণরে
না দিব যাহারে আমি দিয়াছি আশ্রয়।"
এইরূপ বাগ্‌যুদ্ধ করি বহুক্ষণ
মহাক্রোধে ফুলশর নিবর্ত্তিলা গৃহে।
সমূহ বিপদ দেখি পাণ্ডু-কুল-মণি
পাঠাইলা মাদ্রীপুত্রে সাহায্য কারণ
কুরুশ্রেষ্ঠ মহামানী দুর্য্যোধনপাশে।
কনক-আসনে বসি চন্দ্র-কুল-রবি
কৌরব-কুলের গর্ব্ব দুর্য্যোধন রথী
ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণি কর্ণ শল্য কৃপাচার্য্য
বিদুর সুমতি সহ শোভিছে সুন্দর
রোহিণী-রমণ যথা নক্ষত্রমণ্ডলে।
আর সব সভাসদ, শত সহোদর
করিছে মন্ত্রণা ধূর্ত্ত শকুনির সনে
পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ, শকুনি যেমতি
তুঙ্গবৃক্ষে বসি খুঁজে জীবের সংহার।
হেন কালে সুসজ্জ যুবক দুই জন
প্রবেশিলা ধীরে ধীরে কুরুবীর যথা।
বসন্তসঙ্গমে যথা সুখে পিকরাজ
রমণীমোহন স্বর কুহু কুহু রবে
ঝঙ্কারে নিশাবসানে, তেমতি সুন্দর
মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিলা কুরুকুল-মণি
পাণ্ডবকুশলবার্ত্তা মাদ্রী-পুত্র-দ্বয়ে॥

চন্দ্রকুলরবি—চন্দ্রবংশের শ্রেষ্ঠ। তুঙ্গ—উচ্চ।

"কুশল সর্ব্বদা কিন্তু কুরুকুল-পতি
ধর্ম্মাদেশে এ দাসের আগমন হেথা।
ক্ষত্রিয়কুলের ধর্ম্ম দানিলে আশ্রয়
দীন-হীনে, নহে অবিদিত তব ঠাঁই
নরেন্দ্র! অবন্তী-ঈশ্বর দণ্ডী মৃগয়া-
কাননে পেয়েছে বাজিনী এক অপূর্ব্ব-
গামিনী, যথা ইরম্মদগতি। দেবর্ষি
নারদ কহিলা বার্ত্তা যদুকুলবীরে।
মাগিলা প্রসূ যদুকুলর্ষভ যাদব;
কিন্তু নাহি দিল নররায় তাই চক্রপাণি
আজ্ঞা দিল ল'তে হয় বল প্রকাশিয়া।
বার্ত্তা পেয়ে নররায় ত্রাসিত অন্তরে
ঘুরিল ভুবনত্রয় আশ্রয়কারণ;
কিন্তু নিরাশ্রয়ে কেহ না দিল আশ্রয়।
অবশেষে নরবর দুঃখিত অন্তরে
আইলা কালিন্দী-কূলে জীবন ত্যজিতে।
জানিয়া এ সব বার্ত্তা বলভদ্রস্বসা
করিলা প্রতিজ্ঞা দণ্ডিরাজে রক্ষিবারে
সমর্পিয়া নররায় বৃকোদরপাশে।
জানিয়া ভারতী সব দেব যদুপতি
সাজিছে করিতে রণ দেবকুল লয়ে।
পরিহরি বৈরিভাব ভারতভূষণ

ইরম্মদ—বিদ্যুৎ।
ভলভদ্রস্বসা—বলরামের ভগ্নী সুভদ্রা। মাতুল—শকুনি।

ক্ষত্রিয়ের গর্ব্ব রক্ষ এ বিপত্তিকালে
মাগেন সহায় তব পাণ্ডুকুলপতি
সহ দল বল তব, সংগ্রামসাগরে ;
সুমতি ! করহ পূর্ণ মনোরথ তাঁর ॥"

নীরবিলা বীরবর, কহিলা হাসিয়া
কুটবুদ্ধি মাতুল চাহিয়া সভাসদে,
ঊর্ণনাভ পড়ে যদি আপনার জালে
দানে কি আশ্রয় তারে চিরশত্রু যেবা ?
তবে কেন হে নরেশ ! এ বিপদকালে
পড়িবে সঙ্কটে চিরশত্রুগণ সনে ?
সামান্য মানব নহে যদুকুল-মণি।
উচিত তোমার এবে সেনাদল সহ
ভেটিতে রামের সনে সংগ্রামসাগরে।
শুভ যোগ পেয়ে কেন ত্যজহ নৃপতি !
হেলায়, মারহ অরি পার যে কৌশলে।"
থামিল চক্রীর চক্র গম্ভীরনির্ঘোষে
প্রশংসিলা শত ভাই সাধু সাধু স্বরে।
হেন কালে সভা হ'তে সাধু এক জন
মহাক্রোধে গর্জ্জিল কার্ম্মুক করে ধরি।
"নির্লজ্জ পামর ! ক্ষত্রি-কুল-গ্লানি তুই
ধিক্ শত ধিক্ তোরে। মূঢ় ! হেন যুক্তি
সাজে তোরে দুর্ম্মতি ! শৃগালের মত

কার্ম্মুক—ধনু। ঊর্ণনাভ—মাকড়শা।

দিবে কি এ মত যত ক্ষত্রি-কুল-হরি
অটল সংগ্রামে যারা চন্দ্র-চূড় সম।”
রে ভীরু শকুনি ক্ষত্রি-কুলের অন্তক!
কেন ধনুর্গুণ বাহু করিস বহন
দুর্ম্মতি? ক্ষত্রিভুজ কি সৌন্দর্য্যের তরে।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা আছে রক্ষিতে আশ্রিতে
কর্ণে কি এ নীতিবাক্য অবিদিত আছে?
যাবত জীবন রবে এ দেহভিতরে
ধর্ম্ম কি ত্যজিয়া ভীরু! তোর অনুজ্ঞায়
পাণ্ডবের পক্ষ ত্যজি যত বীরগণে
মিলিয়া কৃষ্ণের সনে দ্বারকানগরে
প্রকাশিবে লোকমাঝে অধর্ম্ম আচার?
কহিবে দেবতা নরে, ‘সূর্য্য-কুল-রবি
কর্ণবীর যুদ্ধভয়ে লইলা শরণ
ক্ষত্রী হয়ে আশ্রিতেরে না করি রক্ষণ,
নিজ দল বল লয়ে কৃষ্ণের নিকটে।’
কেমনে এ অপবাদ করিব বহন
নীচমতি কাপুরুষ নিস্তেজের মত?
কর্ণ ভীরু হেন বাক্য কার সাধ্য কহে?
প্রতিজ্ঞা আমার পাণ্ডবের সপক্ষতা
দেখাইব ভৃগুরাম-গুরুদেব-বল,
বৃথা যদি, বৃথা তবে বাহুযুগ মম।
ক্ষত্রিকুলচূড়ামণি রাজা দুর্য্যোধন

হরি—সিংহ। চন্দ্রচূড়—শিব।

কেমনে দেখাবে মুখ লজ্জায় সুমতি
সাজিয়া কৃষ্ণের সনে পাণ্ডবসম্মুখে।
ত্রিজগতের মান্য সুমতি দুর্য্যোধন
করেন যদ্যপি এবে মোরে আজ্ঞাদান
প্রবেশি সমরে দলি যদুদলবলে,
হরিণীমণ্ডলে যথা দলে মত্ত হরি।
বৃষকেতুপুত্রে দিনু কৃষ্ণেরে কাটিয়া
অযশ রাখিব শেষে, না দিয়া আশ্রয়
চন্দ্রকুলসূর্য্য পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রগণে ?
বিমুখিব দেববৃন্দে, তুলিব বিমানে
পাণ্ডবের সিংহনাদ বিশ্ব বিদারিয়া।
নীরবিলা শূরশ্রেষ্ঠ ; উত্তরিলা তবে
কৌরব-কুল-শেখর দুর্য্যোধন রথী।
"যা কহিলা সত্য বটে সূর্য্যকুল-মণি
এ উচিত কার্য্য তব শোভে মহামতি ;
অনুচিত কর্ম্ম কভু করে না সুজনে।"
এতেক আশ্বস্ত করি কর্ণ বীরবরে
কহিলেন কুরুবীর মাদ্রীপুত্রদ্বয়ে।
"মম দূত হয়ে পুনঃ ধর্ম্মের নন্দনে
বল এ বারতা বীর ! সমরপ্রাঙ্গণে
উত্তরিব চমূ সহ যুঝিতে আহবে।"
প্রণমিয়া বীরগণে ভাই দুই জন
বাহিরিলা সভা হতে আপন নিলয়ে॥

চমূ—সৈন্য।

হেথায় অস্থিরচিত্তে পাণ্ডুপাটেশ্বরী
বিরামমন্দিরে পশি কায় মন দিয়া
পূজিলেন দামোদরে। অমনি শ্রীহরি
অস্থির হইলা মরি রুক্মিণীর বাসে।
টলিল দ্বারকাপুরী, হায়রে যেমতি
টলমল করে জল পদ্মপর্ণ-মাঝে।
বিধিমতে বাসুদেব তুষি রুক্মিণীরে
উপস্থিত হইলেন পিতৃস্বসা পাশে।
কোলে লয়ে কালো সোণা বদন চুম্বিয়া
কহিলেন কুন্তী দেবী ভাষি অশ্রুনীরে।
"হাদে নীলমণি! একি তোমার ব্যাভার?
বিধবা তোমার পিসী তাই কি বাছনি!
হরিতে লালসা হরি! হয়েছে অন্তরে
নিরাশ্রয় বিধবার অঞ্চলের ধন?
জেনেছি বাসনা তব, দুর্য্যোধন হেতু
করেছ মন্ত্রণা কৃষ্ণ! নাশিতে পাণ্ডবে।
তাই কি দুর্ব্বার রণ সৃজিয়া কেশব!
ছলেতে নাশিবে যত পাণ্ডুবংশধরে?"
ধর অস্ত্র ছেদ শীঘ্র আমার হৃদয়
নতুবা করহ মোরে পঞ্চরত্নদান।
পাণ্ডবসহায় কৃষ্ণ জগতে বিখ্যাত;
কেমনে পাণ্ডবে নাশি কহ যদুমণি!
কলঙ্ক অর্পিবে তব কৃপাময় নামে?"

পাণ্ডুপাটেশ্বরী—কুন্তী।

লজ্জিত হইয়া তবে রাধিকারমণ
কহিলা ঈষৎ হাসি কুন্তীরে উদ্দেশি।
"কে বলে নাশিব আমি পাণ্ডু-পুত্র-গণে?
স্বপ্নে কি দেখেছ মাতঃ! হেন কুস্বপন?
কৃষ্ণার্জ্জুন একপ্রাণ জগতে বিদিত;
কেমনে কহ না মাতঃ! অর্দ্ধাঙ্গ নাশিয়া
অর্দ্ধাঙ্গ জীবিত রবে অর্দ্ধাঙ্গ বিহনে?
কি ভয় তোমার মাতঃ! শুন মন দিয়া।
যেমতি প্রভাত-সূর্য্য পূর্ব্বাচলে উদি
বিটপীর দীর্ঘ ছায়া খর্ব্বাকার করি
প্রতীচী-অচলে উঠি হাসিয়া অমনি
পুনঃ দীর্ঘাকার ছায়া দেয় ছড়াইয়া,
তেমতি পাণ্ডবসাথে সমরে যুঝিয়া
বিস্তারিব যশঃখ্যাতি বিজয়সৌরভে।
নিশ্চয় পাণ্ডব হবে একচ্ছত্র পতি।
যাহ মাতঃ! নিজগৃহে ভেবনাক আর;
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
এরূপে আশ্বস্ত করি পাণ্ডু-মহিষীরে
অদৃশ্য হইলা শ্যাম স্বপনের মত॥

অর্দ্ধাঙ্গ নাশিয়া ইত্যাদি—অর্জ্জুন কৃষ্ণের অর্দ্ধ অঙ্গ, সুতরাং অর্জ্জুন বিহনে শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ ধারণ করিতে পারেন না।

চতুর্থ সর্গ।

নিমন্ত্রিতে সর্ব্বদেবে যদুকুলমণি
পাঠাইলা দারুকেরে ; আইলা সকলে
যুঝিতে মানব-সনে সমর-প্রাঙ্গণে।
কৈলাসশিখরে বসি ত্র্যম্বক হাসিয়া
কহিলেন নন্দী ভৃঙ্গে সাজাতে বৃষভে ॥
যোগাইলা সিদ্ধি গাঁজা জটাভদ্র বলী।
ঈষৎ হাসিয়া হর্ষে হলধর তবে
বিভোর নেশায় প্রাণ সঁপিলা অমনি।
সাজাইয়া বৃদ্ধ বৃষে বিবিধ সজ্জায়
শিঙ্গায় ফুৎকার দিয়া নন্দী মহাবল
ভূত প্রেত দানা আদি নিশাচরগণে
ইঙ্গিতিলা শিব সঙ্গে সাজিবার হেতু।
চড়িয়া বৃষভে দেব বৃষভবাহন
আইলেন মর্ত্ত্যলোকে, হেরিয়া শঙ্করে
নাদিল যাদবসৈন্য বোম্ বোম্ নাদে ॥

হেরি হরে হরষিতচিত্তে হংস-রথে
আইলেন পদ্ম-যোনি, ঐরাবতোপরি

প্রাঙ্গণ—ক্ষেত্র। ত্র্যম্বক—মহাদেব। পদ্মযোনি—ব্রহ্মা।

সহস্রাক্ষ, ভীষণ মহিষে দণ্ডপাণি,
দ্রুতগতি মৃগে দ্রুতগামী বায়ুপতি,
কার্ত্তিকেয় শিখি-পরি অস্ত্রে বিভূষিত ;
সূর্য্য দিব্য রথে, আর দিকপাল যত
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সহ যুদ্ধক্ষেত্রে উলি
বোম্ বোম্ শব্দে সবে বিশ্ব বিদারিলা
আর আর যোধ যত যদুসৈন্য সহ
মিলিল দেবতা সনে, বাজিল অমনি
ঝম্ ঝম্ শব্দে যত স্বর্গীয় বাজনা ॥

রোধিল দেবতাসৈন্য হুহুঙ্কাররবে
ক্ষত্রিগণে, রোধে যথা শৈলেশ্বর নদ
নদী গতি সহসা, কিংবা তীর তীরে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ করিলা শ্রীহরি।
টঙ্কারিল রোষে ভীষ্ম ধনুঃ ; কাঁপিল
সমরক্ষেত্র বীরপদভরে আতঙ্কে,
পূরিল ভুবনত্রয় ঘোর-কোলাহলে ;
সঘনে কাঁপিল বিশ্ব থর থর থরে ॥
সম্ভাষিয়া বীর-দলে শান্তনু-নন্দন
কহিলা গম্ভীরে, "যথা বিধিমতে, সম-
রথী সনে রণ কর রথিগণ ! রঙ্গে ;
শমনে কটাক্ষে কেহ কোরনা ঈক্ষণ ;

সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র। দণ্ডপাণি—যম।
শৈলেশ্বর—পর্ব্বত। বিশ্ব—পৃথিবী।

তবে যদি ক্ষত্রিধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন
রাখ এই ঘৃণ্য প্রাণ, যাহ পলাইয়া
সিংহভয়ে শিবা যথা বিবরের মাঝে।
রণে পৃষ্ঠে অস্ত্রলেখা দেখিবে যাহার
দমিবে তাহারে শীঘ্র ঘোর প্রহরণে
দমে যথা আয়ুহীন জনে দণ্ডপাণি।

আক্রমিল দেববৃন্দে চতুরঙ্গ বলে
মানব অমর ত্রাস, হায়রে যেমতি
মদগর্ব্বে মত্ত দুষ্ট দশানন বলী
আক্রমিলা দেবগণে সৌরকরতেজে।
বাধিল বিষম রণ দেবরক্ষনরে।
গঙ্গাসুতে আক্রমিলা দেব গঙ্গাধর
গর্জ্জিয়া পিনাকহস্তে। গরজিল রোষে
নাগগণ, ককুদ ঝাড়িল বৃদ্ধ বৃষ,
উজলিয়া দশ দিক ছুটিল অমনি
মহারোষে বিভাবসু ভীষণ গর্জ্জনে
বিনাশিতে গঙ্গাসুতে, বৃথা সে বাসনা।
নহে কুসুমেষু বীর গঙ্গার নন্দন
কি করিতে পারে অগ্নি তাহার নিকটে?

অস্ত্র লেখা—অস্ত্রের দাগ। প্রহরণ—অস্ত্র।
চতুরঙ্গ—সৈন্য। পিনাক—মহাদেবের ধনুঃ।
ককুদ—ষাঁড়ের ঝুঁটি। বিভাবসু—অগ্নি।

মন্দাকিনী মহাদেবমস্তকমণ্ডলে
হর্ষে হাসি ভীষ্মবীরে আশীর্ব্বাদ দিলা॥

৫

উড়িল কলম্বকুল অম্বর ছায়াই,
বহিল শোণিতধারা বর্ম্ম চর্ম্ম ভেদি।
অস্থির হইল ভীষ্ম ভবদেবতেজে।
যথা যবে অরিন্দম ইন্দ্রজিত রথী
না হেরি উপায়, দুষ্ট দাশরথী প্রতি
হানিল সুবর্ণকোষা মহারোষভরে,
ক্রোধে ভীম শূল তুলি গঙ্গার নন্দন
হানিল বৃষভশিরে হায়রে তেমতি।
পড়িল বৃষভ হাঁটু গাড়ি, (মাতঙ্গ যথা
মাহুতপ্রহারে কাঁপি) ফিরিলা কপর্দী
নাদিল কৌরবসৈন্য জয় জয় নাদে॥

আস্ফালিয়া দুর্য্যোধন দিব্য-রথে চড়ি
প্রবেশিলা রণমাঝে ভীষণ গর্জ্জনে।
শুনিয়া সে মহারোল মহারোষভরে
নাদিয়া গম্ভীররবে কৌরবসম্মুখে
আইল দানব-অরি, নাদিলা অমনি
প্রমত্তকুঞ্জরবর বিশ্ব বিদারিয়া
মহাশব্দে। পশিলা রণে দম্ভোলিনিক্ষেপী

কলম্ব—বাণ। কপর্দী—শিব।
কুসুমেষু—মদন। দম্ভোলিনিক্ষেপী—ইন্দ্র।

রোষে। ছাইলা সায়কে নভঃস্তল বলী,
আবরিলা দশদিক্, ছত্রচক্র সম
শোভিল বিমানমার্গ বাণের কিরণে।
নিমিষে নিবারি তাহা পাণ্ডু-কুল-অরি
হানিলা তোমর লক্ষ লক্ষি দেবরাজে;
বহিল শোণিতধারা, মূর্চ্ছিলা আদিত্য!
লম্ফ দিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ পড়িয়া ভূতলে
হানিলা ভীষণ গদা গজরাজশিরে।
গরজিয়া গজরাজ ব্যথিত অন্তরে
পলাইল ইন্দ্র সহ, হায়রে যেমতি
ভগ্ন দন্ত শিরে করি রাবণের ডরে।
হাতে ধনুঃ ঘোর সিংহনাদে, মদগর্ব্বে
দুর্য্যোধন চড়িলা স্বরথে, লঙ্কাপতি
নাশি যথা দশরথাঙ্গজে মহাহবে,
চড়িলা পুষ্পকরথে আহ্লাদে বিহ্বলি॥

কুসুমকার্ম্মুক করে সৈন্যভঙ্গ হেরি
আইলা বসন্তসখা শরাসন হাতে।
উন্মাদনপূর্ণ তূণ পঞ্চ পুষ্প-শরে
কৌরব সম্মুখে বীর রোধিল গরজি।
হাসিয়া কহিলা কর্ণ যাদব-অঙ্গজে

ছত্রচক্র—তারা। আদিত্য—ইন্দ্র, দানব অরি।
পাণ্ডুকুল-অরি—দুর্য্যোধন। সায়ক—বাণ।
কার্ম্মুক—ধনু। বসন্ত সখা—কামদেব। কৌরব—কর্ণ।

"কুমার ! কেন হেরি কাল সমরে তোমা,
আবার কি হারাবে পরাণ ? যাও রতি-
পাশে, পশহ মলয়ানিলে প্রেমানন্দে।
সমরসাজ সাজে কি তোমার নির্ব্বোধ ?
সম্মোহন শরে তব কি করিবে বল,
অভেদ্য কবচ যার নাহি ভেদে শূলে ?
বৃথা আশা কুসুমেষু জিনিতে আমারে ;
যাও নারীপাশে কোমল কমল সম ;
হান শর অবলা-হৃদয়ে ; মুগ্ধ যারা
সম্মোহনশরে, হায় নাথের বিহনে
ব্যথিত হৃদয়ে সাধে হেন হীনজনে!
শর্ব্বর ! সংবরি রণ শর্ব্বরীসদনে
যাও ত্বরা, কেন প্রাণ হারাবে আবার ?
হায় যবে কামকলা বিহ্বলা কাঁদিয়া
মাগিবে পরাণ তব, কেমনে হে আমি
বিমুখিব চারুনেত্রে দাতা কর্ণ হয়ে ?
হায়রে কেমনে কালী দিব হেন নামে ?
এতেক কহিয়া বীর ধনুঃ টঙ্কারিলা॥

গর্জ্জিয়া পিনাকি-অরি বসাইলা চাপে
তীক্ষ্ণতম শর, আহা! ঝলসিল আঁখি,
ধূমকেতু সম বাণ শোভিল গগনে।

শর্ব্বর—কামদেব। শর্ব্বরী—রতি।
পিনাকি-অরি—কামদেব।

নিমিষে কলম্ব কর্ণ কাটি মুহুর্মুহুঃ
আচ্ছাদিলা রবিকর চোক চোক শরে।
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে যাদব-অঙ্গজ
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ বীর সূর্য্যের নন্দনে
হানিলা বিষম রোষে, পড়িল অমনি
মূর্চ্ছিত হইয়া রথে অঙ্গ-অধিপতি।
ঘেরিল কৌরব-সৈন্য রক্ষিতে কর্ণেরে॥

কতক্ষণে চেতন পাইয়া মহারোষে
গর্জ্জিয়া ভাস্কর-সুত বসাইলা চাপে
অগ্নিশিখাসম শর, ভীম সিংহনাদে
কাটিলা শিবারি, যরি রম্ভাতরু যথা
শাণিত কৃপাণে কাটে নিমিষভিতরে।
সবিস্ময়ে কর্ণ বীর বাখানিলা বীরে।
স্মরি ভৃগুরামে বীর হানিলা সরোষে
মহাশেল, ভীম রবে উঠিল গর্জ্জিয়া
উজলি দামিনীরূপে অম্বর-প্রদেশে।
পড়িলা কাম মূর্চ্ছিত হইয়া বিমানে।
নিবর্ত্তিলা কর্ণ বীর হেরি মূর্চ্ছা রথী।
উঠিল চৌদিকে আর্ত্তনাদ হাহাকার।
তরাসে সারথি রথ ফিরাইল বেগে॥

অঙ্গ-অধিপতি—কর্ণ।
শিবারি—মদন। চাপ—ধনুঃ

রৌক্মীণেয় ভঙ্গ দেখি গভীর গরজি
প্রবেশিলা দণ্ডধর সংগ্রামসাগরে ;
পলাইল সর্ব্ব সৈন্য শমনে নেহারি।
অস্থির হইল কর্ণ দণ্ডধররণে ;
শুখাইল মুখচন্দ্র ; দর দর দরে
ঝরিতে লাগিল স্বেদ স্বর্ণ-কান্তি হতে।
হেরিয়া কর্ণের কষ্ট কোপে বীরমণি
দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা প্রবেশিয়া রণে
করিলা অদ্ভুত যুদ্ধ শমনের সাথে।
যার নামে সুরাসুর সদা কম্পমান,
কেমনে তাহার সনে যুঝিবে আচার্য্য ?
মুহুর্মুহুঃ শরজাল গভীর গর্জ্জন
নারিলা সহিতে দ্রোণী। পলাইল ত্রাসে
সৈন্যবৃন্দ, (তূলা যথা প্রভঞ্জনবলে)।
হেরিয়া পাণ্ডবত্রাস দয়াময় হরি
হরিলা কৃতান্ততেজঃ মায়া প্রকাশিয়া।
দ্রোণাত্মজভঙ্গ হেরি দ্রুপদ-অঙ্গজ
টঙ্কারি শিঞ্জিনী মহা আস্ফালন করি
প্রবেশিয়া মহাক্রোধে সমরতরঙ্গে,
তীক্ষ্ণতম শরে শূর বিঁধিলা সুরেশে

অম্বর—আকাশ। বিমান—রথ।
দ্রোণী—অশ্বত্থামা। দামিনী—বিদ্যুৎ।
কৃতান্ত—যম। শিঞ্জিনী—ধনুঃ।
দ্রুপদ-অঙ্গজ—ধৃষ্টদ্যুম্ন।

মুহূর্ত্তে। বিষমাঘাতে ব্যথিত হৃদয়ে
পলাইলা ধর্ম্মরাজ সেনাদল সহ ॥

হেথায় ধর্ম্মের পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির
অস্থির হইয়া রণে মুর্চ্ছিত হইলা
চতুর্ম্মুখতীক্ষ্ণশরে ; পাছু করি তারে
আইলা হিড়িম্বাসুত ব্রহ্মার সদনে।
রাক্ষসী মায়ায় মরি মোহন শরেতে
বিরামিলা পদ্মযোনি রথের উপরি
উড়িল মরাল শূন্যে স্যন্দন লইয়া,
নিবর্ত্তিলা ঘটোৎকচ সিংহনাদ ছাড়ি।
সে আরব লঙ্কানাথ শুনিয়া শ্রবণে
রুষিয়া আইলা রণে বিভীষণ রথী।
হেরি বিভীষণরক্ষে সম্মুখসংগ্রামে
হাসিয়া কহিলা বীর ঘটোৎকচ বলী।
"লঙ্কানাথ! রাজ্য-ভোগ ত্যজি কি কারণে
আইলে সমরে মূঢ়! বীরকুলমাঝে ?
সত্য বটে হেরিয়াছ সমরতরঙ্গ
দুর্ব্বল বালক যথা নৃপরঙ্গভূমে
নেহারে মল্লের যুদ্ধ সতৃষ্ণ নয়নে ;
কভু কি স্বহস্তে অস্ত্র ধরেছ দুর্ম্মতি ?
আত্মঘাতী পাপাচারী না শাস্তিয়া তোরে
ফিরিব না গৃহে আমি এ প্রতিজ্ঞা মম।

হিড়িম্বাসুত—ঘটোৎকচ।

অধার্ম্মিক দুষ্টমতি কে আছে ভুবনে
তোর সম ? তুচ্ছ রাজ্যলোভে বিনাশিলি
বংশ দুষ্ট ! ধ্বংসিলি ছলেতে ভ্রাতুষ্পুত্র
মেঘনাদ অজেয় জগতে রক্ষরত্ন।
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব ! হরিলি অকালে
রক্ষঃকুলগ্লানি তুই ; নাশিয়া তোমারে
লঙ্কার কলঙ্ক আমি মুছিব শোণিতে।
মৃত্যুকালে স্মর দুষ্ট ! রাণী মন্দোদরী
যার তরে রে দুর্ম্মতি ! ত্যজি লজ্জাভয়
নাশিলি অররুবংশ মিলি রাম সনে ॥”

এতেক কহিয়া বলী গর্জ্জি নিক্ষেপিলা
ভীম গদা, অনম্বর আঁধারি ধাইল।
নিবারিলা রক্ষরাজ চোক চোক শরে।
শেল ব্যর্থ হেরি তবে ভীমের নন্দন
ঘটোৎকচ, মহাক্রোধে মেঘবাণ লয়ে
হানিলা লক্ষিয়া রক্ষে ; কাঁপিল বসুধা,
গর্জ্জিল জলধি, জীমূত গর্জ্জি ধাইলা
চৌদিকে, চমকিল ক্ষণ-প্রভা, নাদিল
দম্ভোলি কড়ে কড়ে, বর্ষিল শিলা তর
তর তরে মরি প্রলয়ে যেমতি সদা,

কর্ব্বুর—রাক্ষস। কর্ব্বুর কুলের গর্ব্ব—ইন্দ্রজিৎ
অররু—রাক্ষস। অনম্বর—আকাশ।
জীমূত—মেঘ। ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।

বারিদ স্বনিল স্বনস্বনে ; লুকাইল
দিনমণি কাদম্বিনী-আড়ে, হেরি ঘন-
ঘটাচ্ছন্ন কন্দরে যেমতি মৃগরাজ।
সভয়ে বায়ব্য অস্ত্র ধরি রক্ষ রথী
হানিল নির্ঘোষে মেঘ উড়াইতে বলে।
হুহুঙ্কারে বায়ুকুল বাহিরিল বেগে,
পাহাড় পর্ব্বত বৃক্ষ মড় মড় মড়ে
পড়িল উপাড়ি। পলাইল কাল মেঘ
মৃগপাল যথা হেরি কেশরিবিক্রমে।
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে বৃকোদরসুত
সহসা বারণমূর্ত্তি ধরি বিভীষণে
আক্রমিল মদগর্ব্বে ; কেশরিরূপেতে
নিবারিল রক্ষরাজ বিলোমজিহ্বরে।
এইরূপ মায়াযুদ্ধ করি ঘটোৎকচ
মায়াপূর্ণ মহাবীর রাবণির মত
ভুলাইলা বিভীষণে মহামায়ারণে।
অসহ্য হইল রণে, পলাইল রক্ষ
দেখি বিভীষিকা মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর রণ।
'সিহরিয়া দেবসৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া
পলাইলা বিনা যুদ্ধে, কুরঙ্গ যেমতি

বারিদ—বৃষ্টি। কাদম্বিনী—মেঘ
বিলোমজিহ্ব—হস্তী।
রাবণি—রাবণের পুত্র মহীরাবণ।
কুরঙ্গ—হরিণ।

যূথমধ্যে মহাবল হর্য্যক্ষ হেরিয়া
কিংবা পাবনিরে হেরি লঙ্কাবাসী যথা।
ধরিয়া দুর্জ্জয় শক্তি স্কন্দ তারকারি
বিঁধিল হিড়িম্বাসুতে, হায়রে যেমতি
দশরথাঙ্গজ শূর বিন্ধিলা তাড়কা।
অশক্ত হইয়া তবে পাবনি-আত্মজ
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পলাইলা ত্রাসে।
সৈন্যভঙ্গ হেরি তবে পার্থের সারথি
চালাইল মায়ারথ প্রভঞ্জনবেগে
যথায় স্বসৈন্যমাঝে শৈলসুতাসুত
নাশিতেছে বীরগণে, কেশরী যেমতি
অনায়াসে নাশে সুখে মেষশিশুগণে॥

কনককিরীট শিরে করে ভীমধনুঃ
প্রবেশিলা মহাক্রোধে কিরীটী সংগ্রামে
(শোভিলা দ্বিতীয় ইন্দ্র সমরপ্রাঙ্গণে)।
কহিলা হাসিয়া বীরশ্রেষ্ঠ কার্ত্তিকেয়।
"কি কারণে শচীকান্ত! দেবদল ত্যজি
রক্ষিতে আইলে মরি দুষ্ট ক্ষত্রিগণে?

হর্য্যক্ষ—সিংহ। পাবনি—হনুমান্।
পাবনি-আত্মজ—ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ।
কিরিটী—অর্জ্জুন।
কি কারণে শচীকান্ত ইত্যাদি—এস্থলে অর্জ্জুনকে ইন্দ্রভ্রমে কার্ত্তিকেয় কহিতেছেন।

কৃষ্ণের অনুজ্ঞা কি হে ভুলিলা আদিত্য ?
নদনুর রব শুনি নদনু যেমতি
গভীর গরজে রোষে, হায়রে তেমতি
নাদি মহাকম্বু পার্থ অম্বুরবসম
কহিলা "নহি শচীপতি আমি দেখরে
নয়নে, কৃতান্ত আমিরে তোর, ধর্ম্মের
অনুজ বীর পাণ্ডুর আত্মজ অর্জ্জুন,
যার ভুজবলে তুষ্ট ধূর্জ্জটি জটিল ॥

লজ্জিত হইয়া মনে ভবানীনন্দন
আক্রমিলা শূরশ্রেষ্ঠে, হর্য্যক্ষ যেমতি
আরক্তিমচক্ষে রোষে ধরে করেণুরে।
উথলিল চারিদিকে সমরতরঙ্গ
মহারোলে, সিন্ধু যথা কুনাভি সহিতে।
চলিল পুষ্পকবেগে নন্দিঘোষখানি
ঘর্ঘরিল রথচক্র গম্ভীরনির্ঘোষে ;
ধাইল পাণ্ডবচমূ হেরিয়া বীরেশে।
বাঁধিল তুমুল রণ দেব রক্ষ নরে
অনম্বর আঁধারি ধাইল বাণকুল ;
মুহুর্মুহুঃ শরজাল কাটিলা উভয়ে।

কম্বু—শঙ্খ। অম্বুরব—সাগরগর্জ্জন।
করেণু—হস্তী। নদনু—মেঘগর্জ্জন।
নদনু—সিংহ। কুনাভি—ঘূর্ণিবায়ু।
নন্দিঘোষ—অর্জ্জুনের রথ। চমূ—সৈন্য।

রুষিয়া দানব-অরি পূরিলা সন্ধান
ভীষণ রিপু-নাশক বায়ু-অস্ত্র লয়ে।
উড়াইল প্রভঞ্জনবলে সৈন্যরাশি
তুলা যেন; নিবারিল আকাশ-বাণেতে
কুন্তীসুত; ভুশুণ্ডী তোমর জাঠা শক্তি
শূল শেল হানিল উভয়ে অবিরাম;
কাটিলা দুজনে শরজাল দুজনার॥

ধনুকে টঙ্কার দিয়া তুলি কাল শর
প্রহারিলা শক্তিধর ধনঞ্জয়বীরে;
উজলি অম্বরদেশ বজ্রসম বেগে
পড়িল পার্থের বুকে, পড়িল অমনি
অচেতন হয়ে পার্থ রথের উপরি।
নাদিল দেবতাসৈন্য জয় জয় নাদে
নাদিল দানবজেতা হুহুঙ্কাররবে।
পিতার দুর্দ্দশা হেরি অভিমন্যু রথী
সিংহনাদে শূরসিংহ প্রবেশিলা রণে॥
মহাক্রোধে পার্থাত্মজ চোক চোক শর
সন্ধানিয়া প্রহারিলা শিখিধ্বজবুকে।
বরিষার কালে যথা বর্ষে মেঘরাশি

দানব-অরি—কার্ত্তিকেয়। প্রভঞ্জন—বায়ু
শক্তিধর—কার্ত্তিক।
পার্থাত্মজ—পার্থের পুত্র অভিমন্যু।
শিখিধ্বজ—কার্ত্তিক।

আঁধারি ভুবনত্রয় মুসলধারায়,
হায়রে তেমতি শরজালে সৌভদ্রেয়
বিঁধিল সুরেশে, বহিল শোণিতধারা
নির্ঝরিণীরূপে। অশক্ত হইলা বীর ;
পড়িল খসিয়া শরাসন তীক্ষ্ণ বাণ ;
উড়িল মার্জ্জারকণ্ঠ অমনি আকাশে,
গরজিল পাণ্ডুসৈন্য ঘোর কোলাহলে ॥

রণরঙ্গে ভঙ্গ দেখি রেবতীরমণ
হলধর, ধাইলা লাঙ্গলকরে বেগে।
ধরি ভীমগদা রোষে গর্জ্জি ভীমনাদে
রোহিণীনন্দন শূরে পবন-আত্মজ
রোধিলা সহসা ; মণ্ডলী করিয়া দোঁহে
ফিরিলা অমনি চক্রাকারে ; কেহ কারে
নারিলা জিনিতে। ত্যজি গদা, অসি বর্ম্ম
চর্ম্ম লয়ে ধাইলা দুজনে ; মল্লযুদ্ধ
হইল অদ্ভুত সুন্দ উপসুন্দ যথা।
মূর্চ্ছিত হইলা ভীম বলভদ্রবলে।
মহারোষে হলধর ধরিলেন কষি
আঁকড়িয়া বৃকোদরে, অমনি হরিলা

সৌভদ্রেয়—অভিমন্যু। মার্জ্জারকণ্ঠ—ময়ূর
হলধর, রোহিণী নন্দন—বলরাম।
সুন্দ উপসুন্দ—দৈত্যদ্বয়।

হরি তেজঃ; নারিলা তুলিতে ভীমবীরে,
লাজে অভিমানে বীর ফিরিলা তখনি ॥

কত যে হইল রণ না পারি বর্ণিতে
তব বর-সুধা বিনা ওমা শ্বেতাঙ্গিনি!
অজ্ঞ দাসে হে বরদে! দেহ গো ভরশা।
শল্য শাল্য কৃপাচার্য্য পাঞ্চাল বিরাটী
শিশুপাল দন্তবক্র নৃপতি মণ্ডলে
কত যে করিলা রণ না পারি বর্ণিতে।
গর্জ্জিয়া বিপুল ধনুঃ টঙ্কারিয়া পাশী
রোধিলা শ্রবণপথ, হায়রে যেমতি
ভৃগুরাম ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া রোষে
দাশরথি দিব্য-বাণ বসাইলা চাপে।
আইল ধাইয়া নদ নদী তড়াগাদি
উথলি হাঁপলি যথা প্রলয়ের কালে।
তীরবেগে ধায় নীর প্রচণ্ড তরঙ্গে
স্থাবর জঙ্গম গিরিমূল উপাড়িয়া;
তরল তরঙ্গে মরি ভাষিল সংসার।
প্রলয় দেখিয়া তবে বিস্ময় মানিয়া
দ্রোণাচার্য্য-রণ ত্যজি ব্যস্তে শীঘ্রগতি
অগ্রসরি গদাধর কহিলা গম্ভীরে।

শ্বেতাঙ্গিনী—সরস্বতী। পাশী—বরুণ।
ভৃগু—পরশুরাম। দাশরথি—রামচন্দ্র। চাপ—ধনুঃ।
তীর—বাণ। অম্বুপতি—বরুণ। জীবন—জল।

" কি করহে অম্বুপতি ! নিবর্ত্তহ রণে,
কেনহে প্রলয় দেখি সংহারিতে সৃষ্টি ?
মরিল দেখ নয়ন উন্মীলি দেবতা
মানব রক্ষ পাণ্ডু-দল সহ জীবনে।
নিবর্ত্তিলা বারিপতি ; পশিল তখনি
অতল পাতালপুরে তরঙ্গিণী যত।
আইল ধাইয়া দেব নর রক্ষ যক্ষ
অস্থির করিয়া রণে কুরু-পাণ্ডুদলে।
স্মরিলা বিপত্তে মরি কুরুকুল-অরি
পাণ্ডবকুলভরশা রুক্মিণীরমণে।
সেচিন্তায় চিন্তামনি চঞ্চল হইলা
বিরূপাক্ষ শূলী যথা নৈকষেয়ধ্যানে।
দানিলা আজ্ঞা হাসিয়া শ্রীপতি পক্ষীন্দ্রে।
" যাও বীরবর ! হর তেজঃ দেবতার॥"

নমিয়া বীর বিমানে উড়িল গরুড়
হরিল দেবতাতেজঃ হরির আদেশে,
শুম্ভ নিশুম্ভের বীর্য্য কপর্দ্দী যেমতি
হরিলা হরষে আসি হরজায়াদেশে।
নিস্তেজ হইয়া রণে দেবতানিচয়
জলেশ্বরে রাখি রণে পলাইলা ত্রাসে॥

বিরূপাক্ষ—মহাদেব, এস্থলে শূলীর বিশেষণ।
নৈকষেয়—নিকষানন্দন রাবণ।
বিমান—শূন্য। কপর্দ্দী—মহাদেব।

দমিয়া কার্ত্তিকবীরে অভিমন্যু রথী
চালাইলা রথ (আহা ক্ষণপ্রভা যেন)
যথায় নাশিছে সৈন্য সর্ব্বভুকরূপী
সুবর্ণ-স্যন্দনমাঝে জলধি-ঈশ্বর ॥

রিপুকুল-কাল বলী পাণ্ডুজ-আত্মজ
রণপ্রিয় বীরমদে প্রমত্ত সতত
অতি পরিপক্ক রণে, খেদাইলা দূরে
বাণে বাণে শূরসিংহ দেবতানিচয়ে।
ধরিয়া দুর্জ্জয় জাঠা বিষম বিক্রমে
হানিলা শূরেন্দ্রশিরে কাঁপিলা জলেশ
থর থর থরে, মরি রম্ভাতরু যথা
কাঁপে ঘনে ঘন বারণের শুণ্ডাঘাতে।
বধির হইল কর্ণ জাঠার আরবে।
প্রবল পবন যথা প্রমত্ত হইয়া
করে সিন্ধু বিলোড়ন, তেমতি পার্থজ
বিশৃঙ্খিলা দেবসৈন্য দুর্জ্জয় সংগ্রামে ॥

লাজে ক্রোধে অভিমানে আইল ধাইয়া
ফেনাশনি হস্তে ফেনবাহী ঐরাবতে,

সর্ব্বভুক্—অগ্নি।
পাণ্ডুজ-আত্মজ—পাণ্ডুর পুত্র অর্জ্জুন, তাঁহার তনয় অভিমন্যু।
জলেশ—বরুণ। বারণ—হস্তী। আরব—শব্দ।
ফেনাশনি—বজ্র। ফেনবাহী—ইন্দ্র।

হংসরথে আরোহী আইলা কমণ্ডলু
করে ব্রহ্মা, যম দণ্ড করে, অম্বুপতি
পাশ হস্তে, চক্র কৃষ্ণ, শক্তি শক্তিধর,
নিজ নিজ অস্ত্র ধরে আর দেব যত ॥

হেথায় ভীষ্মের শরে অধীর হইলা
পার্ব্বতীর প্রাণধন শম্ভু শূলপাণি ;
লড়িল মস্তকে জটা, ভৈরবগর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গগণ, জ্বলিল ললাটে
বিভাবসু ধক্ ধকে, উচ্ছ্বাসিল গঙ্গা
বায়ুবেগে স্রোতস্বতী উচ্ছ্বাসে যেমতি ।
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব ; নাশিতে ভীষ্মেরে
বিষম ত্রিশূল শূলী তুলি নিলা হাতে ।
বজ্রাগ্নিসদৃশ অগ্নি ছুটিল চৌদিকে ॥

মহানন্দে দেববৃন্দ উল্লাসে নাদিল
নাদিল ভীষণরোষে উত্তরা-বল্লভ
সুভদ্রার প্রাণ-ধন পাণ্ডুকুলোত্তম ।
হেরি নিজ নিজ অস্ত্র দেবগণহাতে
চিন্তিত হইলা বলী, অন্তরে জানিয়া
স্বপনের মত শ্যাম আসিয়া অমনি
সংসারনাশক বাণ দিলা আর্জ্জুনিরে ।

বিভাবসু—অগ্নি । স্রোতস্বতী—নদী ।
আর্জ্জুনি—অভিমন্যু ।

আনন্দে সে কাল শর তুলি লয়ে হাতে
ধনুকে টঙ্কার দিলা বিষম আক্রোশে,
সভয়ে কাঁপিল বিশ্ব ঘোর কোলাহলে ;
থর থর থরে কাঁপিল কৈলাসগিরি ॥

অজীন-আসনে যথা বসেন পার্ব্বতী
পশুপতিপ্রিয়তমা, পশিল সে স্থলে
আরব, চমকি সতী পুছিলা জয়ারে।
"কেন লো স্বজনি ! কাঁপিছে বসুধা ঘন
ঘোর ভূকম্পনে যথা, বাণপুঞ্জ কেন
ঘূরিতেছে নভস্তলে ঘনাবলীরূপে
ভীষণ গর্জ্জন করি ? শুন কাণ দিয়া
যুদ্ধের কল্লোল যথা কালিন্দীকল্লোল।
হাসিয়া কহিল সখী, "ও রাঙ্গাচরণে
অবিদিত আছে কিবা এ মহীমণ্ডলে ;
দণ্ডী হেতু পাণ্ডু সহ যুঝিতে মুরারি
সাজিলা ত্রিদিব সহ হারিলা ত্রিদিবে।
ধরেছে বিজয়-অস্ত্র অভিমন্যু রথী
জিনিতে দেবতাকুল, তাই গো ভবানি !
উজলিছে দশ দিক বাণের কিরণে ;
সঘনে কাঁপিছে মহী প্রলয়ে যেমতি ॥"

অজীন—মৃগচর্ম্ম।
বসুধা—পৃথিবী। নভস্তল—আকাশ।
ঘনাবলী—মেঘ। মুরারি—শ্রীকৃষ্ণ।

হাসি উত্তরিলা শরদিন্দু-নিভ-নখী
সারদা সুন্দরী, "চললো, স্বজনি! মোরা
শূন্য দেশে থাকি হেরিগে সমররঙ্গ।"
সাজিয়া সুসাজে, মেঘদলে লুকাইয়া
বিরাজিলা বিভুপ্রিয়া সুন্দর গগনে;
সহসা পূরিল বিশ্ব স্বর্গীয় সৌরভে॥

হেরি সপ্ত-বজ্রগণে খেদান্বিতমনে
আকাশের পানে চাহি উর্ব্বশী-রূপসী
আরাধিলা জগদম্বে কৃতাঞ্জলিপুটে।
"তব পদাম্বুজে মাতঃ! কি দোষে উর্ব্বশী
হয়েছে এত দোষিণী, চাহ কৃপাদৃষ্টে
অম্বিকে! ভুলনা দেবি! দীনা দুঃখিনীরে।
চায় গো আশ্রয় আজি তোমার চরণে
চিরাশ্রিতা দাসী তব, ঠেলনা মা পায়।
কত যে পেতেছি দুঃখ অবিদিত নহে
ও রাঙ্গাচরণে মাতঃ! বিশ্বরূপা তুমি।
আর কত দুঃখ দেবি! দিবে দুঃখিনীরে?
দয়াময়ী দনুজ-দলনী দুঃখ-হরা;
তর নিজ তত্ত্ব-গুণে, তত্ত্বময়ী তুমি
তারা ত্রিগুণ-ধারিণী। ভক্তের ভরশা
ভীমা ভক্তের বৈভব, তেঁই গো ভ্রামরি!

শরদিন্দুনিভনখী—শরতের চন্দ্রের ন্যায় নখ যার।
[illegible]—দুর্গা। ভ্রামরী—দুর্গা। ভীমা—দুর্গা।

স্মরি এ বিপত্তিকালে। কত কাল কহ,
তুরঙ্গিণীরূপে, ঘূরিব এ বিশ্বমাঝে
কালি! কুলকুণ্ডলিনি! কলুষনাশিনী
হ'য়ে কৈবল্যদায়িনী, কলুষ নাশিতে
কেন কৃপণা হইলা কাল-কণ্ঠে! চিন্তা-
স্রোতে চিন্তাময়ি! চিন্তি মা তোমারে সদা
চতুর্ভুজা চিরঞ্জীব-চিত্ত-চকোরিণী।
পশুপতি পাদপদ্ম পূজিয়া পার্ব্বতি!
বনজ ধুস্তুরপুষ্পে তুষিলা তোমারে;
কিন্তু হায়! বাম বিধি মোর প্রতি সদা।
পূজি রাঙ্গা পা দুখানি মনঃপুষ্প দিয়া
বাম দেবি অহর্নিশি; উদ্ধারি' দাসীরে
রাখ গো মাহাত্ম্য মাতঃ! কৃপাময়ীনামে।
এতেক কহিয়া ধনী কাঁদি নিরবিলা।
শুনিয়া সে আরাধনা নগেন্দ্রনন্দিনী
হাসিয়া তথাস্তু বলি আশিষিলা সতী॥

৬

হেরি দেব হতবল সারদা সুন্দরী
উলিলেন রণক্ষেত্রে; সহসা তখনি
বজ্রনাদে মহাশক্তি গর্জ্জিতে লাগিল
উজলি অম্বরদেশ, সৌদামিনী যথা
ঘনাবলীমাঝে জ্বলে উগ্রচণ্ডরূপে।
কাঁপিল সভয়ে দেব নর রথি-বৃন্দ
থরে থরে, কাঁপে যথা ভূধরমণ্ডল

ভীষণ-অশনি-ঘাতে ঘোর মড় মড়ে।
কহিলেন সুরেশ্বরী "সদাগতি বলে
উপাড়িয়া ফেলে সত্য পর্ব্বত পাথর,
পরশে কি কভু সেই শৈবালের দলে ?
ছি ছি হে ত্রিদিবনাথ! ত্রিদিব সহিত
ধরেছ সংহার-অস্ত্র বধিতে মানবে ?
নারিলে ছেদিতে বলে তুচ্ছ তৃণরাজি
শাণিত কৃপাণ দিয়া ধন্য শূরগণে।
লজ্জিত হইয়া যত দেবতানিচয়
সারিলা সংহার-অস্ত্র যে যার আপনা
বিরূপাক্ষ-বক্ষোবাসী বামারে হেরিয়া।
হেরি অষ্টবজ্রগণে দণ্ডিতুরঙ্গিণী
সহসা উর্ব্বশীরূপে শাপবিমোচনে
প্রণমিলা যদুবীরে স্তব স্তুতি করি।
দুর্ব্বাসার শাপ অন্ত জানিয়া শ্রীহরি
নিবারিলা দেব-নরে সংগ্রাম হইতে।
বিধিমতে দেব রক্ষ যক্ষ নর গণে
তুষিয়া বিদায় দিলা অখিলের পতি॥

আশ্চর্য্য হেরিয়া তবে রুক্মিণীনন্দন
কৌতুকে কুসুমশর তুলি লয়ে হাতে
হানিলা দেবতাগণে; সম্মোহনশরে
উন্মত্ত হইলা যত দেবতানিচয়।

সদাগতি—পবন। কৃপাণ—অস্ত্র, অসি।

অস্থির হইয়া শূলী বিবস্ত্র হইয়া
ছুটিলা উর্ব্বশীপিছে পাগলের মত।
হেরি ত্র্যম্বকের ভাব হাসি হস্ত ধরি
শক্তিপ্রদায়িনী মাতা দেবী শাকম্ভরী
সান্ত্বনিয়া লয়ে গেলা প্রমোদকাননে ॥

অধীর হইয়া শোকে দণ্ডী নরপতি
পড়িলা কৃষ্ণের পায় শরণ মাগিতে।
হাসি দামোদর দানিলা অভয় স্নেহে
অবন্তী-ঈশ্বরে ; হইল বিবাদশান্তি,
ঘুচিল বিভ্রাট, সবে গেলা নিজগৃহে ॥

লয়ে পঞ্চপাণ্ডবেরে কুন্তির মন্দিরে
প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে পাণ্ডবভরশা
কহিলা "লহগো পাণ্ডবমাতঃ! তোমার
রতন, নিরাপদে তব পদে অর্পিছে
শ্রীপতি ; আশিষ দেবি! যাই নিকেতনে ॥"

বিধিমতে তুষি তবে দ্রুপদবালারে,
মাগিয়া মেলানি হরি গোপবালাপুরে
প্রবেশিলা ধীরে ধীরে আনন্দিতমনে।
হুলুস্বরে সখীগণ করিয়া মঙ্গল
পশিলা আনন্দমনে বিরামমন্দিরে ॥

ইতি যদুপাণ্ডবীয়-যুদ্ধ-নামা সর্গ সমাপ্ত।